ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 December, 2023 ■ আগরতলা ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নার্সিং পড়ুয়াদের ল্যাম্পিং লাইট অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নার্সদের মানবিক পরিষেবার উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। নার্সদের মানবিক পরিষেবার উপরও নির্ভর করে কোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম। আজ আইজিএম হাসপাতালের আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজ অডিটোরিয়ামে বিএসসি নার্সিং ছাত্রীদের প্রথম ব্যাচের ল্যাম্পিং লাইট ও শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, নার্সরা হলেন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের দূত। রোগীকে আপন করে মুমূর্ষ মানুষের পাশে থেকে পরিষেবা প্রদান করতে পারলেই আজকের শপথ গ্রহণের সার্থকতা আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ছিলেন আধুনিক নার্সিং পরিষেবার জননী। একজন নার্স তার ’ান, দক্ষতা, তার নিজ দায়িত্বশীলতা রোগীদের কাছে তুলে ধরলেই নাইটিংগেলের মার্গ দর্শন সঠিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তিনি বলেন, দক্ষিণ ভারত এবং মণিপুরের নার্সদের সারা দেশে সুনাম রয়েছে। এখন ত্রিপুরার নার্সরাও বহিঃরাজ্যে সুনাম অর্জন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং পাঠরত ছাত্রছাত্রী ও ফ্যাকাল্টিদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্তব্য পালনের পাশাপাশি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে নিজেকে সর্বদা উন্নতিকরণ করতে হবে। শিক্ষকদেরও সব সময় নিজেদের তৈরী রাখতে হবে। তবেই নিজের পেশা থেকে আত্মতৃপ্তি পাওয়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের বি এস সি নার্সিং এর জন্য বহিঃরাজ্যে যেতে হতো। বর্তমানে রাজ্যেই বি এস সি নার্সিং পড়ার সুযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকার এই নার্সিং কলেজে সবরকম আধুনিক সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সমস্ত ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহ কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, এই সরকার মানুষের প্রয়োজন অনুধাবন করতে পারে। ফলে কোন প্রকার দাবি দাওয়ার জন্য এখন আর আন্দোলন করতে হয়না। মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, ভাল ছাত্র বা ছাত্রী হতে হলে প্রথমেই ভাল মানুষ হওয়া প্রয়োজন। সবসময় মানুষের পাশে থাকা দরকার। তিনি ছাত্রীদের সুন্দর, উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষা মৈত্রী চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর ড. গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ কুমার সাহা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অ’ন দাস প্রমুখ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মাল্লিক।

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক স্থগিত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিরোধী জোট ‘আইএনডিআই’-এর বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে। এই বৈঠক ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এখন এই তারিখে একটি ছোট সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তী বড় সভার তারিখ নির্ধারণ করা হবে। এই বৈঠক স্থগিত করার বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। তবে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে যে, এই প্রস্তাবিত বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলির অনেক নেতা উপস্থিত থাকবেন না এই তথ্য পাওয়ার পরে, বৈঠকটি ৬ ডিসেম্বর স্থগিত করা হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে একটি ছোট সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং আসন্ন বড় বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

সূত্রের খবর, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এই বৈঠকে আসতে না পারার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও বৈঠকে যোগ দিতে না পাড়ার কথা পূর্বেই জানিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে তাঁর কাছে এই বৈঠকের কোনও তথ্য ছিল না।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিএমকে প্রধান এম কে স্টালিন ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের ফলে প্রভাবিত রাজ্যের এলাকা পরিদর্শনের কারণে বৈঠকের জন্য দিল্লিতে পৌঁছতে পারতেন না। মনে করা হচ্ছে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে ক্ষুব্ধ জোটের সাংবিধানিক দলগুলির নেতারা। বিরোধী দলগুলি সূত্রে জানা গিয়েছে, আইএনডিআই জোট নিয়ে বিরোধী দলগুলি সিরিয়াস নয়। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবিত বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের এক নেতা জানিয়েছেন, এই জোটে জড়িত সাংসদদের একটি সভা ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকালের ছোট বৈঠকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জোটের শরিক দলগুলির সভাপতিদের বড় বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস বিভাগের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। গত দেড় মাস ধরে জিবি হাসপাতালের ডায়ালাইসিস বিভাগে পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের। জনৈক রোগীর পরিজন বলেন, কিছু দিন যাবৎ ডায়ালাইসিস বিভাগে জলের সংকট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করতে আসা রোগীরা দুই থেকে তিন ঘন্টা যাবৎ ওয়ার্ডের বাইরে বসে থাকতে হচ্ছে। এতে বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁদের। ইতিপূর্বে জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিসের সময় হেপারিন ইঞ্জেকশন সরকারি ভাবে প্রদান করা হতো। কিন্তু গত একমাস ধরে বিনামূল্যে ওই ইঞ্জেকশন প্রদান বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। তাতে বেকায়দায় পরেছেন রোগীর পরিজনেরা। কারণ, বাজারে ওই ঔষধ ৩৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাতে রোগী পরিবারের লোকজনদের চিকিৎসা করতে গিয়ে নাজেহালের শিকার হচ্ছেন। রোগীর পরিজনদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবেন রেভান্থ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রেভান্থ রেড্ডি আইনসভা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তেলেঙ্গানার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন রেভান্থ রেড্ডি। আগামী ৭ ডিসেম্বর তাঁর শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি মঙ্গলবার দলের সদর দফতরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। ভাষণ দিয়ে ভেনুগোপাল বলেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা হায়দ্রাবাদ রুটে বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। শীঘ্রই চালু হবে আগরতলা -হায়দ্রাবাদ রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা। পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর চিঠির জবাবে আজ একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। পাশাপাশি আগামীতে যোরহাট-আগরতলা -যোরহাট রুটে পরিষেবা চালু হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তিনি চিঠিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াই কাজ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিদের অবহিত করতে গত ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। সেই সাথে জনসাধারণের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা সুনিশ্চিত করতে শুরু হয়েছে প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান। এই দুই কর্মসূচিতে মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধিদেরও প্রশাসনিক কাজের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। আজ রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন কৃষি ও কল্যাণমী রতনলাল নাথ। তিনি আরও বলেন, সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে। সভায় উভয় কর্মসূচি সম্পর্কে অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জেলার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় ১৭টি গ্রামীণ ও শহুরি কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে ৩৬টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা এবং ১৪টি বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিকাশ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী আরও বলেন, জেলায় প্রধানমী উজ্জলা যোজনার ১০০ শতাংশ সাফল্য সুনিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সভায় কৃষিমী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য একটি রোড ম্যাপও তুলে ধরেন। সভায় কৃষিমী মান্দাই ব্লকের জল জীবন মিশন কর্মসূচিকে আরও অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। সভায় সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে আয়োজিত শিবিরগুলিতে রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরকে অংশ নিতে হবে। তাহলেই এই দুই কর্মসূচি সফল হবে।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, বিধায়ক স্বপা দেববর্মা সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারের জন্ম শতবর্ষ পালন করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। সিপিআই(এম) দলের উদ্যোগে আজ থেকে রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে আজ আগরতলা টাউনহলে আয়োজিত এক হল সভায় সিপিআই (এম) বিশিষ্ট নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারকে একজন প্রকৃত জননেতা হিসাবে উল্লেখ করেন ও তাঁর সহজ সরল জীবন যাপনের কথা কথা স্মরণ করেন। প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদার একজন প্রকৃত দেশপ্রমিক ছিলেন বলে মন্তব্য করে মানিক সরকার বলেন, বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈদ্যনাথ মজুমদারের মতো নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে। রাজ্যের উন্নয়নে প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বর্তমান সময়ে বৈদ্যনাথ মজুমদারের মতো জননেতাদের আরও বেশি প্রয়োজন ছিল বলে উল্লেখ করেন। তিনি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। তাছাড়া সদ্যসমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু”র সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী এদিন ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন, পরিবহন এবং খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের চলমান বিভিন্ন কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্যপালকে সবিস্তারে অবগত করেছেন বলে জানা গেছে।

রাজ্যপাল মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর অধীন দপ্তরগুলোর মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনার তরফ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ ডিসেম্বর।। রেল লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক যুবক। আজ সকাল নয়টা নাগাদ বিলোনীয়া থানাধীন মনুরমুখ রেল লাইনে ওই আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাব রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে আট জেলাতেই দুয়েকটি স্থানে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ মৌসম বিভাগ থেকে বিজ্ঞাপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মিগজাউমের প্রভাব অন্ধ্রপ্রদেশের তুলনায় তামিলনাড়ুতেই বেশি পড়েছে। জলমগ্ন শহরের বহু এলাকা। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে বিপযর্স হয়ে পড়েছে তামিলনাড়ু। চেন্নাই ছাড়াও তামিলনাড়ুর অন্যত্র প্রবল বৃষ্টিতে বিপযর্স। ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ে আট জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছে।

মিগজাউমের প্রভাব ভারী বর্ষণে ইতিমধ্যেই ভেসে গিয়েছে চেন্নাই। ভারী বৃষ্টিতে কার্যত রাস্তা ঘাট নদীতে পরিণত হয়েছে। বহু যানবাহন জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক খুঁটি, গাছ এবং দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। অবিরাম বর্ষণের কারণে বেশ চেন্নাইয়ের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্নিত হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৬১ ▫ ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ১৯ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সহিষ্ণুতাই ঐতিহ্য

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প পরিস্থিতিকে দিনের পর দিন আরও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে। ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে দেশের শান্তিকামি মানুষজনকে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। দেশের পবিত্র সংবিধানে প্রতিটি ধর্মের মানুষকে স্বাধীনভাবে ধর্মাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানে সকল ধর্মের অধিকার সমান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ধর্মনিয়া হানাহানি মারামারি কাটাকাটির ঘটনা প্রতিনিয়তই চলিতেছে। শুধু তাই নয় ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ভোটের রাজনীতি চরম হইতে চরমতর আকার ধারণ করিতেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় ভাবেক সৃষ্টি করিয়া দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ পরিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। অতি সম্প্রতি হরিয়ানায় গোরক্ষকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হইয়াছে দুই সংখ্যালঘু যুবক। পুড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার দুই মুসলিম যুবকের দেহ। গোরক্ষকরাই দুই যুবককে অপহরণ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়া। অভিযুক্ত ৮ গোরক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছে। এছাড়াও অভিযুক্ত বজরং দলের এক সদস্য। এই ঘটনাতেই দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে হরিয়ানার নূহ জেলায়। অশান্তি রুখিতে এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা করিয়াছে প্রশাসন।রাজস্থানের ভরতপুরের বাসিন্দা দুই যুবক। বুধবার সকালে গাড়ি নিয়া দোকানে গিয়াছিলেন তাঁহারা। তাহার পর আর বাড়ি ফিরেনি। তাঁহাদের এক ভাই পুলিশের কাছে অপহরণের অভিযোগ করেন। এর পর হরিয়ানার ভিওয়ানি থেকে তাঁহাদের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই অশান্তি শুরু হইয়াছিল এলাকায়। রাস্তায় নামিয়া প্রতিবাদ দেখাইতে শুরু করে জনতা। একাধিক রাস্তা অবরোধ করে তাহারা। এইসঙ্গে দোকানপাটে ভাঙচুর চালানো হয়। শুক্রবার থেকেই নূহ-আলওয়ার জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এড়াইতে নূহ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করিয়াছে জেলা প্রশাসন। পুলিশের বক্তব্য, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মারফত যাহাতে কোনওভাবেই গুজব না ছড়ায়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে প্রশাসন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ধর্ম নিযয়া রাজনীতি বন্ধ করিতে হইবে। ধর্মীয় সংঘাতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের আইন আদালতকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন থাকিবে।

রাজস্থানের করণপুর বিধানসভা আসনে ভোট হচ্ছে ৫ জানুয়ারি

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের করণপুর বিধানসভা আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর জেলার করণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। এই আসনে ভোট হবে ৫ জানুয়ারি এবং ভোট গণনা হবে ১০ জানুয়ারি। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচনী কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, করণপুর আসনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে ১২ ডিসেম্বর থেকে। ১৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। ২০ তারিখে বাছাইপর্ব করা হবে এবং ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করা যাবে।

কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত সিং কুন্নারের মৃত্যুর পর এই আসনের নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যের ২০০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৫ নভেম্বর এবং ৩ ডিসেম্বর ভোট গণনা হয়।

ভারতের বিদেশনীতিতে আফ্রিকাকে সবসময়ই উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের বিদেশনীতিতে আফ্রিকাকে সবসময়ই উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম সামোই রুটোর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-তে অন্তর্ভুক্ত করার কিছু পরে, তিনি (কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি) এই সফরে এসেছেন। ভারতের বিদেশনীতিতে আফ্রিকাকে সবসময়ই উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিগত প্রায় এক দশকে, আমরা মিশন মোডে আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা বাড়িয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এই সফরের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে বৃদ্ধি পাবে।'

মঙ্গলবার সকালে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত হন মোদী। তাঁদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম সামোই রুটোর উপস্থিতিতে ভারত ও কেনিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এদিন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত শতাব্দীতে আমরা (ভারত-কেনিয়া) একসঙ্গে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেছি। একটি অগ্রগতিশীল ভবিষ্যতের ভীত স্থাপন করার সময়, আমরা প্রতিটি সেক্টরে আমাদের সহযোগিতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বেশ কয়েকটি নতুন উদ্যোগ চিহ্নিত করেছি। ভারত ও কেনিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে, আমরা নতুন সুযোগের জন্য আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাব। ভারতের জন্য, কেনিয়া একটি বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উন্নয়ন অংশীদার।'

লোকসভা থেকে ওয়াক আউট তৃণমূল সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে লোকসভা থেকে ওয়াক আউট তৃণমূল সাংসদদের। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদে জড়িয়ে লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করল তৃণমূল।

এদিন, একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে লোকসভায় সরব হন তৃণমূল সংসদরা।কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে তীব্র আক্রমণ করেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যার প্রতিবাদ করেন বিজেপি সংসদরা।এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা চরম বাদানুবাদ শুরু করেন। যার জেরেই সকলে ওয়াক আউট করেন।

ভারতের পরম্পরা বা সংস্কৃতি কি এতই ঠুনকো?

নিশীথ সিংহ রায়

যে দু'টি বিষয় নিয়ে এই প্রতিবেদন সেই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি খুবই স্পর্শকাতর এবং তার জন্য ভারত বাংলাদেশ দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রাষ্ট্রের এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি হচ্ছে বা এখনও হয়ে চলেছে যাতে ভারত-বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্র এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জড়িত নয়। তবুও এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। কেবলমাত্র কতিপয় মানুষের অবিমৃষ্যকর কাজের জন্য। কারণ, একটি সামান্য খেলা তাও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নয় তৃতীয় একটি দেশ অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভারতের খেলা, তাকে নিয়ে আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ বিবাদে লিপ্ত হচ্ছি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাঙালি মানে দুই বাংলারই বাঙালির আবেগে আঘাত করা। বাঙালির সেই আবেগের নাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি দুই বাংলায় শুধু জনপ্রিয়ই নয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, যাঁকে দুই বাংলার মানুষ হৃদয়ে বসিয়ে রেখেছে সেই কাজী নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটির সুর পাল্টানোর অভিযোগ নিয়ে জনগণ বেশি ক্ষিপ্ত। এই গানের ব্যাপারেও দুই রাষ্ট্র বা তার জনগণ কোনোভাএবই জড়িত নয় কিন্তু সেখানেও বাঙালি এক চরম অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়েছে। প্রথমে আমরা যেটি এই মুহূর্তে শুধু দুই বাংলার মধ্যে নয় দুই দেশ ভারত, বাংলাদেশের কাছে অনভিপ্রেত এক জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভারত অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার পরবর্তী অধ্যায়টা একটু দেখি। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল। যাতে এই ফাইনাল ওয়ান ডে ক্রিকেট ভারত হেরে যায়। আর খেলাটিও ঘটে গেছে বেশ কিছুদিন আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার এবং তারপরে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজও চলছে যার ফলাফল সবার জানা। এটা নিয়ে কিন্তু কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই। যত গোলমাল ওই ওয়ান ডে ক্রিকেটের ফাইনালে ভারতের হারা নিয়ে। এর একটা কারণ অবশ্যই বাংলাদেশও এই টুর্নামেন্টে জড়িত ছিল আর তারা গ্রুপ লিগ থেকে বিদায় নেয়। ভারত গ্রুপ পর্যায়ে ও সেমিফাইনালে বিরাট আধিপত্য দেখিয়ে ফাইনালে ওঠে এবং ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে যায়। আর ভারত হেরে যেতেই আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের কিছু মানুষ (ক্রিকেট ভক্ত) ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করে। হতেই তো পারে যারা এসব করছে সেসব কতিপয় মানুষ হতাশার বশবর্তী হয়ে করছে। কিন্তু সেসব না ভেবে ভারতেরও কিছু উগ্র দেশপ্রেমিক মানুষ পাল্টা উত্তর দিতে থাকে। এরা কেউই খেলাটাকে নিছক খেলা না ভেবে তাকে জাতীয় ইস্যু করে নিয়েছে। তার পরিণতিতে দুই দেশের সম্পর্ক আজ খাদের কিনারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ দু'দেশের যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ই মানুষের এক্ষুনি এগিয়ে আসা উচিত। আর আমি নিজেও এব্যাপারে এতদিন লেখার কোনো তাগিদ অনুভব করিনি। কারণ আমি জানি যে কেউ আমার দেশকে খারাপ বললেই আমার দেশ খারাপ হয়ে যাবে না! যে আর বাংলাদেশকে আমি মনেপ্রানে ভালোবাসি। তাদের বিরুদ্ধে স্বপ্নেও খারাপ সে ভাবতে পারিনা। তাহলে লিখতে বসলাম কেন? এব্যাপারে লেখার অনুপ্রেরণা পেলাম দুই দেশের গণমাধ্যমের বিভিন্ন বি ক্ষেত্রে যা ঘটে চলেছে তাতে আমি সত্যিই খুব ব্যথিত। তাই, না লিখে পারলাম না। কেনো দুই বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না কাঁটাতারের বেড়া ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ নেই। ওটা রাজনৈতিক কাঁটাতার। আমাদের আচার-আচরণ, বেশভূষা, ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি জলবায়ু, সামাজিক চিত্র সব এক। কাঁটাতারটা উঠে গেলে তখন চিনতে পারবেন কে ভারতীয় বাঙালি আর কে বাংলাদেশের বাঙালি? দুই বাংলার পরস্পরের মধ্যে এই কাদা ছোঁড়াছুড়ি এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে সেটা হেঁসেলের মধ্যে ঢুকে আমাদের দু'বেলার গ্রাসের সঙ্গে পেটে যাচ্ছে আর আমরা ঢেঁকুর তুলে যাচ্ছি। যা দু'দেশের কাছে সত্যিই খুব বেদনাদায়ক। এবার আমাদের থামা উচিত। তাই লিখতে বসলাম আর একটু অনুপ্রেরণা পেলাম আমাদের বঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা মাওঃ মুমতাজুল ইসলাম ইরফানী সাহেবের একটি ভিডিও ফুটেজ দেখে।

প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগলো যে খেলা অবলম্বন করে ভারত-বাংলাদেশ আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে ভারতের অঙ্গ রাজ্য বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাভাষী বাংলাদেশের এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি, সেটা কি একান্তই কাম্য ছিল? দুটি অভিন্ন হৃদয় ভারত-বাংলাদেশ বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে তৃতীয় একটি রাষ্ট্রের খেলা নিয়ে এতদিনের সুসম্পর্কের চরম অবনতি সত্যিই কি আপামর বাঙালি মেনে নিচ্ছে? সেক্ষেত্রে ইরফানী সাহেব ভারতীয় বা বাঙালি হিসেবে একেবারে বাস্তব কথা বলেছেন, আমরা এটা মানছি না। যাই হোক এখন যা ঘটছে মানে একটা খেলা, সামান্য একটা খেলা একটা দেশ বা জাতির জীবনযাত্রার আবাহমান স্রোতের ধারাকে এরকম ভাবে পাল্টে দিতে পারে? যে খেলায় হার-জিত আছে সেখানে তো স্বাভাবিকভাবেই একপক্ষ জিতবে আর একপক্ষ হারবেই। এটা কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা নয়, এটাই বাস্তব। আর সেটা নিয়ে এত বিতর্ক! আবার বলছি তাও খেলাটা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সাথে হয়নি, হয়েছে অন্য মহাদেশের অন্য একটি দেশের সাথে যাদের সাথে আমাদের মানে দুই বঙ্গের মানুষের ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি জলবায়ু কোনো কিছুতেই কোনো মিল নেই। যেখানে আমাদের দুই বাংলার সবকিছুতেই মিল সেখানে কেনো একটি তৃতীয় রাষ্ট্র নিয়ে আমরা প্রতিবেশী দুই দেশ বিশেষত দুই বাঙালী পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবো? আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুতে মিল থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত। যদিও তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনও কথা বলার নৈতিক অধিকার আমার বা আমাদের নেই কিন্তু বাঙালি বা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে একটা কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। যা হলো বাংলাদেশের মানুষ বা গণমাধ্যমগুলি যা ভাবছে বা ওরা যেটা করছে তার পাল্টা জবাব দিতে আমরা ভারতীয় বা বাঙালিরা কেনো এত উদগ্রীব? এখন যেন বা মনে হচ্ছে "শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীনক্ষ্ম এই কথাগুলি কি আদৌও আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন? না, "একই বৃন্তের দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান" ভারতের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন? উপরোক্ত যে দুই কবির নাম নিলাম তাঁদের নাম নেওয়ার কারণ এনারা শুধু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের একতার কথা বলেছেন বলে নয় তার আরও কারণ এঁদের মধ্যে প্রথম জন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশ বাংলাভাষী বাংলাদেশেরও জাতীয় সঙ্গীতের জনক এবং দ্বিতীয়জন অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হবার পরে বাংলাদেশের জাতীয় কবি (যদিও এটা নিয়ে বিতর্ক আছে) হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন এবং এই তত্ত্ব দু'টি আমরা সব বাঙালি বা ভারতীয়রা জানি। আর আমরা কথায় কথায় এঁদের বাণীও উদ্ধৃতি করি কারণ এনারা নাকি জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালির মননে-চিন্তনে-স্বপনে সদা বিরাজমান। আর একজন কবিও একই কথা বলেছেন "বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান" তিনি হলেন অতুল প্রসাদ সেন। কিন্তু ই আজ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির অভিব্যক্তি, তাদের মানসিক অবস্থা দেখলে মনে হচ্ছে আমরা কি সত্যিই এই সমস্ত প্রথিতযশা লেখকের লেখা মননে-চিন্তনে-স্বপনে ধারণ করেছি না শুধুমাত্র আমাদের পাঠ্য বইয়ের শি মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা রেখে আমরানিজেদের প্রয়োজনে, শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে যখন যেমন তখন তেমন এদের ব্যবহার করি। এই ক্ষেত্রে আগেই বলেছি কাজী নজরুল ইসলামের কথা। যাঁর "কারার ঐ লৌহকপাট---" গানের সুর পাল্টানো নিয়ে দুই বাংলার (দুই দেশের) তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষজন সোচ্চারে গলা ফাটাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করা, গ্রুপের পর গ্রুপ খুলে চারিদিকে সভা-সমিতি করে সই সংগ্রহ ইত্যাদি আরও কত কি চলছে। সবার একটাই কথা প্রতিবাদ সর্বাত্মক করতেই হবে, বাঙালির আবেগে আঘাত করা, আমরা এর শেষ দেখেই ছাড়বো। এসব আর কি। এই অধমও যেমন কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে আরম্ভ করে কাকদ্বীপ বা কার্শিয়াং-এর বিভিন্ন প্রতিবাদ সভায় আমন্ত্রিত পেয়েই যাচ্ছে। কারণ, নজরুল আমাদের প্রাণের কবি তাঁর গানের সুর পাল্টানো (সবার কথায় বিকৃতি) মানে বাঙালির মনে আঘাত করা তা আমরা সহ্য করবো কেনো? সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি আমরা কি সবাই এতটা নজরুল ভক্ত! আর অতীতেও তো আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সুরের বিকৃতি হয়েছে এবং তা নিয়েও প্রতিবাদ হয়েছে। হ্যাঁ, তখন হয়তো তা এতটা সর্বাত্মক ছিল না কিন্তু কিছু মানুষ তো প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। তার একটা কারণ অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াও তখন এত শক্তিশালী ছিল না। আর এখন তো মিডিয়ার যুগ কোনো ঘটনা রটতে দেরী হয় না। আর তার সত্যাসত্য বিচার না করেই আমরা হুজুগে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এটাও ঠিক এই ঘটনা ওই ক্রিকেট খেলার পরিস্থিতির মতো। ওখানে দুই দেশের অল্প সংখ্যক মানুষ অপর দেশের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে। আর এখানে দুই দেশের অল্প সংখ্যক মানুষ নজরুল ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, আবেগে এসব করছে। আর বেশিরভাগ মানুষ এই দুই পরিস্থিতির মজা নিচ্ছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাঙালিরা সত্যিই কি নজরুলকে ভালোবেসে এসব করছি না এর পিছনেও হয়তো ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণ আছে? এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মানবিকগুণ সম্পন্ন মহান বিপ্লবী ও রবীন্দ্র পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি। আর তাঁকে নিয়ে রাজনীতি বা ধর্মীয় কার্যকলাপ খুবই নিম্ন রুচীর পরিচয়। এবার ক্রিকেটীয় ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান আমাদের দিক থেকে একটু বিশ্লেষণ করি। আমরা তো এটা ভাবতে পারি বাংলাদেশীরা ভাল ক্রিকেটের ভক্ত অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ভাল খেলে ভারতকে হারিয়েছে তাই এত আবেগের বহিঃপ্রকাশ বা যেটা আগে বলেছি সেই হতাশার বহিঃপ্রকাশ। ফুটবল বিশ্বকাপের সময়ও আমরা দেখেছি বিশ্বের সব দেশের মতো বাংলাদেশী ফুটবল ভক্তরাও ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা দুই দেশের পক্ষে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখানেও আমরা তাই ভাবিনা কেন। আর কিছু মানুষের ভারতের বিরুদ্ধে যে অতিরিক্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি সেটাকে আমরা ধরে নিই না আমাদের পাঁচটা আঙুলের মতো, তারা যেমন সমান নয় তেমন আর কি। ভারতীয় ব্লগাররা নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্য এটা ভাবুন না কেন যে ভারত এত ভাল যে বাংলাদেশের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না তাই বাংলাদেশ কি বলছে তা ধর্তব্যের মধ্যে আনবো না। ঠিক যেমন ক্লাসের ফাস্ট বয় কি ক্লাসের লাস্ট বয়কে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবে? ভারতীয় ব্লগারদের কাছে আরও অনুরোধ এটা অনুধাবন করুন আপনার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব না থাকলে যেমন আপনার নিজের অসুবিধা ঠিক তেমনই ভারতের প্রতিবেশী দেশের সাথে সদ্ভাব না থাকলে শুধু একা বাংলাদেশের অসুবিধা বা ক্ষতি হবে না ভারতেরও হবে। ঠিক যেমন পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। দেখছি কোচবিহারের রাস মেলার বাংলাদেশের স্টল থেকে জিনিস কিনতে বাধা দিচ্ছে স্থানীয় বাঙালিরা। এতে কি সত্যিই ভারতের সুনাম বাড়ছে না অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছে? বাংলাদেশের কিছু মানুষের এই উগ্র ভারত বিরোধিতার কারণ শুনছি নাকি অন্য। সেখানে নাকি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক এরকম কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া বা কাগজে একটা খবর দেখছি সেটা হলো বাংলাদেশে সামনে ভোট তাই নাকি এসমস্ত করা হচ্ছে একটি দলের হয়ে অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে এতে ঈন্ধন যোগানো হচ্ছে। তা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আর যদি তাই হয়ও, তাতে ভারতীয়দের তো কোনো ব্যাপার নেই। বাংলাদেশ একটি পররাষ্ট্র, তাদের নীতি নির্ধারণের অধিকার তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আগেই উদাহরণ দিয়েছি ভারতের ঐতিহ্য তো সে কথা বলে না। এই ভারতের মাটিতে হাজার বছর ধরে বিদেশীরা এসেছে এবং তারা মূল স্রোতে মিশে গেছে। এটাই তো আমাদের পরম্পরা। আর আমরা তো বলি পরম্পরা বা ঐতিহ্য দেখে বোঝা যায় তার গরিমা। আর আমাদের ভারতবর্ষের পরম্পরা বা ঐতিহ্য হচ্ছে সহনশীলতা। অপরের প্রতি রাগ, ক্রোধ বা হিংসা নয়। আজ যে আবার ভারত বিশ্ব জয় করছে তা অপরের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে সমবেদনা দেখিয়ে বা মানবিকতার ধ্বজা উড়িয়ে, যুদ্ধ দিয়ে নয়। যেমন এই ঘোর মুহুর্তেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ভারতের প্রতিবেশী নাগরিকরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেন দুই দিনের মধ্যে ভিসা পায় সেটা দেখা হচ্ছে। এটাকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে ভারতের সহনশীলতার আদর্শ উদাহরণ হিসেবেও তো দেখা যেতে পারে। অপরে কে কি বলছে বা করছে আমরা জানি না আমরা কিন্তু আমাদের চিরাচরিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবো না এটাই তো আমাদের মহানুভবতা। ভারতের ঐতিহ্য বা পরম্পরা সেই কথাকেই সাপোর্ট করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা সেটাই ভাবি বা করি তাহলে তো গোলমালের কোনো ব্যাপার নেই। তাই বাংলাদেশের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে আমরা আমাদের নিয়ে ভাবি। "ভারত আবার বিশ্ব বাজারে শ্রেষ্ঠ আসন লবে" এই আশা নিয়ে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হই। অপরের সমালোচনা বা ধ্বংসাত্মকমূলক কাজের মাধ্যমে যেটা সম্ভব নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

"আমরা" আর "তোমরা"

তুমি আমিন সাহেবের ছেলে না?" অনেকখানি রক্তস্নান দেখা এবং নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রৌঢ় যখন বেয়নেটধারী জেহাদিকে প্রশ্নটা করে বসেন, জেহাদি একটু থমকে যায়। আচমকা থমকে যেতে হয়, ওটিটি-র পর্দায় চোখ রাখা দর্শকদেরও। কারণ প্রশ্নটা শুধু জেহাদির জন্য নয়। শুধু কাকতালীয় ভাবে এক পণবন্দির সঙ্গে এক জঙ্গির পূর্বপরিচয় বেরিয়ে পড়ারও নয়।

একদা সুবর্ণরেখা ছবিতে নিষিদ্ধপল্লিতে বোনের ঘরে দাদার আগমনের তথাকথিত অতিনাটককে টেবিল চাপড়ে সমর্থন করে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, ওই দাদা যার ঘরেই যেত, সে তো তার বোনই হত! ঠিক তেমন করেই শনিবার বিকেল ছবিতে মোজাম্মেল সাহেবের এই প্রশ্নটা আসলে যে কোনও জঙ্গির প্রতি যে কোনও পণবন্দিরই হতে পারত। আটকে পড়া পণবন্দিরা সকলেই মোজাম্মেল, আর জেহাদিরা সকলেই কোনও না কোনও আমিন সাহেবের ছেলে। মোজাম্মেলের পরের প্রশ্নটা তাই আর শুধু প্রশ্ন থাকে না। তীব্র অন্তর্দাহের স্বগতোক্তির মতো ধ্বনিত হয় তাঁর হাহাকার, "আমাদের কোন ভুলে তোমরা এমন হলা?"

ঢাকার অভিজাত মহল্লার হোলি আর্টিজান বেকারিতে ২০১৬ সালের জঙ্গি হামলার ঘটনাকে বীজ (বীজই, ঘটনার অনুকৃতি ছবিতে নেই) হিসাবে রেখে নির্মিত শনিবার বিকেল ছবিটা এখনও তার নিজের দেশে মুক্তি পায়নি। কবে পাবে, আদৌ পাবে কি না, জানা নেই। গত চার বছর ধরে এই ছবিকে ঘিরে যে টানাপড়েন, সংবাদমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমের সূত্রে তার খবরাখবর এ পারে জানা যেত নিয়মিতই। বাংলাদেশের চিত্রপরিচালক মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর কাজের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, এই ছবিকে ঘিরে আগ্রহ তাঁদের থাকারই কথা। বিশেষ করে টেলিভিশন ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, বিশ্বাস-সংস্কার-রক্ষণশীলতার প্রশ্নকে নিয়ে ফারুকী কী অদ্ভুত সূক্ষ্মতার সঙ্গে গোদা সাদা-কালো এড়িয়ে একটা অন্য ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারেন, সেটা তাঁদের জানা আছে। হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গিবাদের নৃশংস আক্রমণকে তিনি কী ভাবে ছবিতে নিয়ে আসেন, সেটা দেখার একটা বাড়তি কৌতূহল তাই স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ভারতের ওটিটি-তে মুক্তি পাওয়ার ফলে সেই কৌতূহল মেটানো সম্ভব হল। ওটিটি-তে এই ছবিকে থ্রিলারের গোত্রভুক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু কার্যত এ ছবি থ্রিলারের ব্যাকরণে এক মূর্তিমান অন্তর্ঘাত। থ্রিলারের ক্ষেত্রে "শ্বাসরুদ্ধকর" শব্দটা ব্যবহার করার একটা চল আছে। কারণ, রীতি মোতাবেক সেখানে দমবন্ধ উত্তেজনার ব্যাপার থাকে। একটা "কী হয় কী হয়" ভাব সব সময় তাড়া করে বেড়ায়। ক্রমাগত বাঁক বদলের মধ্য দিয়ে গল্পকে দৌড় করানো তার আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। তার উপরে গল্পের বিষয়বস্তু যদি হয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, তা হলে তো কথাই নেই। কে মরল, কে বাঁচল, কারা কী ভাবে উদ্ধার পেল, জঙ্গিরা খতম হল কি না, এই সবই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। অনলাইনে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ফারুকীর শনিবার বিকেল দেখাল, জঙ্গি হানার গল্প এ সব বাদ দিয়ে, ছাপিয়ে গিয়ে কত দূর যেতে পারে। আমরা আজকাল কী রকম সময়ের মধ্যে বাস করছি সেটা কারও অজানা নয়। ঘৃণা, বিদ্বেষ আর অসহিষ্ণুতার মৌলবাদে আমি-আপনি কমবেশি সকলেই আক্রান্ত। এতটাই যে, জনপ্রিয়তাবাদী চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস এখন অন্যতম রসদ, জনতার প্রিয় খাদ্য। চড়া জাতীয়তাবাদের চাষ আর সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি সেখানে প্রায় অনিবার্য উপাদান, বড় জোর সঙ্গে একটু ভাল সংখ্যালঘু বনাম খারাপ সংখ্যালঘুর বুড়ি ছুঁয়ে আসা। দ্য কাশ্মীর ফাইলস বা দ্য কেরালা স্টোরি-র মতো মার্কামারা ছবির কথা যদি বাদও দিই, জঙ্গিদমন অভিযানের শৌর্য কাহিনির ফর্মুলাও এর বাইরে নয়। সরফরোশ, ম্যায় হুঁ না, আ ওয়েনেসডে, নীরজা, বেবি, নাম শাবানা, নিউ ইয়র্ক, ফ্যান্টম, বাটলা হাউস, ইন্ডিয়া'জ মোস্ট ওয়ান্টেড থেকে টাইগার সিরিজ, পঠান... তালিকা মোটেই নাতিদীর্ঘ নয়। এমনকি, খোদ হোলি আর্টিজানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি বলিউডের ফারাজ-ও চেনা ছকের বাইরে হাঁটেনি। পারিপার্শ্বিক তার কোন প্রণোদনা থেকে যুবসমাজের একাংশ জঙ্গিবাদের খাতায় নাম লেখায়, এক সময় অবশ্য সে সব গল্প বলার চেষ্টা খানিক হয়েছিল। গুলজারের মাচিস, খালিদ মহম্মদের ফিজা, কমল হাসনের হে রাম বা বিশাল ভরদ্বাজের হায়দার-এর নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ধারাটি যে ক্রমেই শুকিয়ে আসছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য ধারাটি কিন্তু অনুকূল জলহাওয়ায় আড়ে-বহরে বেড়েই চলেছে। কিশোরকুমার জুনিয়র কিংবা রক্তবীজ-এর মতো ছবির সুবাদে বাংলাতেও তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তানের খামোশ পানি বা খুদা কে লিয়ে-র সমগোত্রীয় ছবি তৈরির চেষ্টা তাই আর চোখে পড়ে না তেমন। মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদ নিয়ে সর্বক্ষণ তেতে থাকা এই স্বদেশ ছবির পর ছবি করেও তাই তেমন কোনও অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দিতে পারে না।

ফারুকীর ছবি সন্ত্রাসকে একটা থ্রিলিং অভিজ্ঞতা হিসাবে পরিবেশন করতেই চায়নি। দ্রুত কাট-এর সাসপেন্স নয়, কাট-বিবর্জিত যতিচিহ্নহীন গুমোট সে কারণে তার আধার। হিংস্রতার আবহ সেখানে তৈরি হয় খুনোখুনির বীভত রসের চেয়ে অনেক বেশি করে মৌলবাদের মনোভঙ্গিকে বেআব্রু করে তোলার মধ্য দিয়ে। বস্তুত ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়, এই হিংস্র সময়কে কী ভাবে পড়া যেতে পারে, সেটাই যেন ফারুকী খুঁজছেন। সেই আত্মানুসন্ধানকেই ছবির মধ্যে নথিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। শিল্প-সংস্কৃতি আসলে এই কাজটুকুই করতে পারে কেবল। নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে পারে বোধের শিখা, তার পর সেই ধুনিটুকু জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করে যেতে পারে নিরন্তর। ফারুকীর গোটা ছবিটা তাই দাঁড়িয়ে থাকে ওই একটা প্রশ্নকে ঘিরে, আমাদের কোন ভুলে তোমরা এমন হলে। ফর্মুলাভিত্তিক আর পাঁচটা ছবি যখন বারংবার সাধারণ মানুষ আর জঙ্গিদের "আমরা" আর "ওরা"য় ভেঙে ফেলে, সেই আমরা আর ওরা-কে ফারুকী "আমরা" আর "তোমরা"য় নিয়ে আসেন। যে তুমির উতত্তি আমারই মধ্যে। মোজাম্মেল সাহেব যে মুহূর্তে চিস্তিকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমিন সাহেবের ছেলে না? সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের চোখে চিস্তি আর শুধু চিস্তি থাকে না। সে হয়ে ওঠে কারও সন্তান, কারও বাল্যবন্ধু, কারও পড়শি। যার একটা ঠিকানা ছিল, একটা পরিবার ছিল, একটা শৈশব ছিল।

বলিউডের আ ওয়েনেসডে ছবির একটা সংলাপ বছর কয়েক আগে খুব জনপ্রিয় হয়। ঘরে আরশোলা ঢুকলে আপনি কী করেন? ঝাঁটা দিয়ে মারেন না? প্রায় এনকাউন্টার-সংস্কৃতির জয়গান গাওয়া এই সংলাপ হাততালি কুড়োনোর উপযোগী নিঃসন্দেহে। কিন্তু কেন, কী ভাবে আমাদেরই ভিতর থেকে কেউ কেউ বিষধর কীটে পরিণত হল, সেই প্রশ্নটা সেখানে ছিল না। কারণ মৌলবাদের মুখ, নাশকতার মুখ সংখ্যালঘুই হোক বা সংখ্যাগুরু তারা যে আমাদেরই ভিতরের কেউ কেউ, এই কথাটা আমরাও, সংখ্যালঘুই হই বা সংখ্যাগুরু, সচরাচর মনে রাখতে চাই না। মনে রাখার অসুবিধা আছে। মনে রাখলে তার অনেক দায় আছে। সেই দায় আমাদের দায়, সমাজের দায়। যে সমাজের মধ্য থেকে জঙ্গিদের উত্থান, মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত, অসহিষ্ণুতার রমরমা, সেই সমাজের সমষ্টিগত ব্যর্থতার দায়। একটা ক্রিকেট ম্যাচকে কেন্দ্র করেও যেখানে পদ্মা-গঙ্গা দিয়ে গরলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন "এ আমার এ তোমার পাপ", এটা উপলব্ধি করার দায়। ফারুকীর ছবি সেই দায়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ছবি। আর সেই কারণেই এই ছবি শুধু বাংলাদেশের নয়। এ ছবি আমার, আপনার, সবার। কারণ, আমাদের কোন ভুলে সময়টা এমন হিংস্র আর কদর্য হয়ে দাঁড়াল, এর উত্তর খোঁজার দায়টাও আমাদের সবার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি-নিজস্ব।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদীয় নির্বাচনে সবকয়টি ২৮টি আসনে জয়লাভ করবে বিজেপি, দাবি

হাফলং (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ত্রয়োদশ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমনিতেই ডিমা হাসাও জেলায় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম। তাঁর ওপর পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে বিজেপির বিজয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি বহুদিন থেকে দাবি করে আসছে, এবারের নির্বাচনে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ২৮-এর মধ্যে ২৮টি আসনে জয়ী হয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবে।

গত ২ ডিসেম্বর ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত দিয়ুংব্রায় এক কার্যকর্তা সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতাও এই দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদে এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তিনি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার প্রশংসা করে বলেন, দেবোলালের নেতৃত্বে ডিমা হাসাও জেলা শান্তি ও প্রগতির পথে ছুটছে। তাই ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ জনতা বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে অত্যন্ত খুশি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে সবকয়টি ২৮টি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন ভবেশ কলিতা। ভবেশ বলেন, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোট হতাশ। এদিকে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে যে প্রভাব ফেলবে তা এক প্রকার নিশ্চিত বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁরাও এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবে বলে মনে করছেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। সম্ভবত আগামী জানুয়ারি মাসে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষনা করে নির্বাচনের অধিসূচনা জারি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নির্বাচনের দিন-তারিখ এখনও ঘোষণা করা না হলেও ইতিমধ্যে কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমুল কংগ্রেস কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে।

বিশেষ করে শাসক বিজেপি দল পার্বত্য পরিষদের ২৮টি আসনেই জোর তৎপরতা চালিয়ে এক প্রকার ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

কেন্দ্রের নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে: সীতারমন

নয়াদিল্লি , ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রের নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে, বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি এদিন জানান, দেশের অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ না করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের সরকারের নীতির কারণে দেশের ব্যাঙ্কগুলি শক্তিশালী হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি মুনাফায় রয়েছে এবং তাদের নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) ক্রমাগত কমছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এই কথাগুলি বলেন সীতারামন।

এদিন রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সীতারামন বলেন, বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল না কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্কগুলি শক্তিশালী হয়েছে। তিনি বলেন, আমেরিকা, জার্মানির মতো দেশের ব্যাংকগুলির অবস্থা খারাপ। সংযুক্ত প্রগতিশীল সংগঠনের সরকারকে আক্রমণ করে সীতারমন বলেন, তাদের ১০ বছরের শাসনামলে দেশের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তখন ব্যাঙ্কের ওপর রাজনীতিবিদদের চাপ ছিল। সেই সরকারের নির্দেশে নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ বিতরণ করা হতো। একারণে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল। অর্থমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এমন সব লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করছে না। এখনও পর্যন্ত সরকার ১৩ হাজার ৯৭৮ অ্যাকাউন্টধারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় ও বাহক : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক, আমাদের দেশের উন্নতির ভীত এবং এই ভাষাই আমাদের পরিচয়। সংস্কৃত ভাষায় হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা জ্ঞান ঐতিহ্যের নিরন্তর প্রবাহ দৃশ্যমান। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন।

নিজ বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমাদের এখানে নৈতিকতা, ধর্মীয় আচার-আচরণ, দাতব্য এবং সর্ব-কল্যাণের মতো জীবন মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাকে অগ্রগতিতে অর্থবহ বলে মনে করা হয়। আমি বিশ্বাস করি, যারা সর্বদা অন্যের কল্যাণে নিযুক্ত থাকে তাদের পক্ষে এই পৃথিবীতে কিছু অর্জন করা কঠিন নয়।' রাষ্ট্রপতি বলেন, সংস্কৃত ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু বা আচার্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন, শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই ঐতিহ্য অনুসরণ করবে এবং তাদের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে এবং, শিক্ষকরাও সারাজীবন শিক্ষার্থীদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রাণিত করবেন।

অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন ফের পিছিয়ে গেল

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গরু পাচার মামলায় ধৃত বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন ফের পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে অনুব্রতর জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

কেন অনুব্রতকে জামিন দেওয়া যাবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এদিন আদালতে ফের প্রভাবশালী তত্ত্ব খাড়া করেছেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল। আদালতে এসভি রাজুর দাবি, "জামিনের জন্য আদালতের স্পেশাল জাজকে ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে অনুব্রতর বিরুদ্ধে। পুলিশ তাঁর পকেটে। এমন প্রভাবশালী জামিন পেলে মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট হতে পারে।"

জামিনের সপক্ষে এদিন অনুব্রতর আইনজীবি মুকুল রোহতগি বলেন, "আমার মক্কেল ১৭ মাস ধরে জেলে রয়েছেন। তদন্তকারীরা সেভাবে কোনও প্রমাণ এখনও আদালতে হাজির করতে পারেনি। এমনকী সিবিআই যাকে এই মামলার চাঁই হিসাবে চিহ্নিত করেছিল সেই এনামুল হকও জামিন পেয়েছেন। জামিন পেয়েছে আর এক অভিযুক্ত সতীশ কুমারও। তাহলে অনুব্রত কেন জামিন পাবেন না?"

দু'পক্ষের সওয়াল জবাবের পর বিচারপতি জানান, চার্জ গঠনের আগে জামিন মামলার শুনানি হবে না। ২২ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। অর্থাৎ আগামী বছরের প্রথম মাসও জেলেই কাটবে কেষ্ট মণ্ডলের। আদালত সূত্রের খবর, মামলার চার্জ গঠনের পর জামিনের আবেদনের শুনানি হতে পারে।

প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় গত বছরের ১১ অগস্ট বীরভূমের বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়ি থেকে অনুব্রতকে গ্রেফতার করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় এজেন্সির হেফাজত শেষে আসানসোল জেলেই ছিলেন তিনি। পরে আদালতের অনুমতিক্রমে অনুব্রতকে তিহাড় জেলে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পরে মামলাও স্থানান্তর করা হয় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে।

প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা, তোপ বিচারপতির

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে পুলিশের দায়ের করা মামলা। মঙ্গলবার এ বিষয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। শুনানীতে সরকারপক্ষকে তোপ দাগেন বিচারপতি।

মামলাকারীদের আইনজীবী অর্ক চৌধুরী বলেন, "নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন করছেন। তাঁরা কোথাও কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি করলেই মামলা দিচ্ছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। একেক জন চাকরিপ্রার্থীর নামে মামলার পাহাড়! পুলিশি মামলার জেরে শেষে না ওদের চাকরি আটকে যায়। তাই পুলিশের দায়ের করা ওই সব মিথ্যে মামলা থেকে অব্যাহতির আর্জি জানানো হয়েছে।"

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে ওঠে মামলাটি। মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি জানতে চান, "নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ করে চাকরিপ্রার্থীরা কী বেআইনি কাজ করছে? তারা তো আদালতের নির্দেশ মেনেই প্রতিবাদ ধর্নায় বসেছে।"

সূত্রের খবর, করোনা সময়কালের একাধিক মামলাও রয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কোভিড বিধি ভঙ্গ করা হয়েছিল। সরকারি আইনজীবী তপন মুখোপাধ্যায় বলেন, "চার্জশিট তৈরি আছে। কিছু মামলায় চার্জ ফ্রেম এর সময় এসে গেছে। তদন্ত চলছে। এখন আর এফআইআর বাতিল করা যাবে না।"

এরপরই চাকরিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা সব মামলার কেস ডায়েরি তলব করেন বিচারপতি। আদালতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "এটা দুর্ভাগ্যজনক। সরকারি আইনজীবীর এই যুক্তি খুবই দুর্বল। এফআইআর বাতিলের আবেদনের এটাই সঠিক সময়। আপনি তৈরি হয়ে আসুন। আপনার যুক্তি মানা যাচ্ছে না।" মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৮ ডিসেম্বর। সূত্রের খবর, চাকরিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা মামলায় ওই দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ মামলায় দ্রুত তদন্ত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা ফিরেছে কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের তরফে বিশেষ বেঞ্চও গঠন করা হয়েছে। ফলে আগামী বছর থেকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন, উত্তেজনা চন্দননগরে

হুগলি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির চন্দননগরে। মারধরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, চোর সন্দেহে মৃত্যুর আগে যুবকটিকে মারধর করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেখ নজরুল হোসেন। চন্দননগরের চালকে পাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি। মঙ্গলবার সকালে ভাঙাচোরা জিনিস বিক্রি করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই এক যুবক চোর সন্দেহে শেখ নজরুল হোসেনকে আক্রমণ করে। এর পর এলাকার বাসিন্দারা জড়ো হয়ে যান। বেধড়ক মারধর করা হয় ওই যুবককে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন নজরুল। আত্মীয় পরিজনরা খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই চন্দননগরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করে চন্দননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শানু চট্টোপাধ্যায়। চন্দননগরের নিচু পট্টি এলাকার বাসিন্দা সে। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কি না সে বিষয়েও খতিয়ে দেখছে চন্দননগর থানার পুলিশ।

তথ্য লুকিয়েই কলকাতার সুরক্ষিত শহরের তকমা, দাবি শমীকের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর, (হি.স.): তথ্য লুকিয়েই সুরক্ষিত শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা। দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২২ সালেও দেশের প্রধান শহরগুলির মধ্যে নিরাপদতম শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা। রিপোর্ট মোতাবেক, ২০২০ এবং ২১ সালের থেকে কলকাতায় ২০২২ সালে অপরাধের সংখ্যা কমেছে। অপরাধের হার লাখ প্রতি জনসংখ্যায় সবথেকে কম কলকাতার। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, শহর কলকাতার জনসংখ্যা ১৪.১১ কোটি। সেখানে অপরাধ হয়েছে ১১ হাজার ৩৮।

এ ব্যাপারে শমীকবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঠিক তথ্য তুলে ধরছে না। তথ্য ধামা চাপা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সেফ সিটির জায়গায় আসছে। কলকাতায় মানুষ দেখছে, পুলিশ কিয়স্কের সামনে মানুষকে কুপিয়ে মারছে।" যদিও এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করে কোনও রাজ্যের সঙ্গে সুরক্ষার নিরিখে অন্য কোনও রাজ্য বা শহরের তুলনা টানা ভিত্তিহীন। থানায় যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়, তার ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করতে না চায়, সেক্ষেত্রে তা অনুল্লেখিতই থেকে যাবে।

এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, যদি কোনও রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা বেশি দেখা যায় তার মানে এই নয় যে সেখানে অপরাধ প্রবণতা বেশি। বরং তা পুলিশের সদিচ্ছার একটি প্রতিফলন হতে পারে। সব মিলিয়ে এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে।

ডিএন দে হোমিওপ্যাথি কলেজে প্রবল অশান্তি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন বনাম তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের বচসার জেরে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডি এন দে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিযোগ, কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একাংশ, হস্টেলে তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠন শাখা খুলতে চেয়ে একটি ঘর দেওয়ার আবেদন জানায়। অধ্যক্ষ তা দিতে অস্বীকার করায় শুরু হয় গন্ডগোল। প্রাক্তনীদের অভিযোগ, বর্তমান পড়ুয়াদের একাংশের আপত্তিতেই তাদের সংগঠনকে ঘর দিতে আপত্তি জানান অধ্যক্ষ।

অনুপমের উপরে আক্রমণ ও একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ, বিচারকের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপির সর্ব ভারতীয় সম্পাদক তথা বীরভূমের বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার তোলা অভিযোগের ভিত্তিতে দলের বীরভূম জেলা সাংগঠনিক সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং বিধায়ক অনুপ সাহার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই সঙ্গে বিচারক বলেন, "ক্ষমতায় আসার আগেই দলের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।"

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের মধ্যে বিগত কয়েকদিনে সবথেকে বেশি সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে অনুপম হাজরাকে। এমনকি, ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহর সভাতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন। বিজেপি নেতা তাঁর উপরে আক্রমণ এবং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে করা একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বীরভূমের দুই বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা এবং অনুপ সাহার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন অনুপম হাজরার আইনজীবী। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, অভিযোগ কে করেছেন? আইনজীবী অনুপম হাজরার নাম বলতেই বিচারক বলেন, "ক্ষমতায় আসার আগেই দলের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।" এর পরই অনুপম হাজরাকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশকে অভিযুক্ত দুই নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে মানা করা হয়েছে। তবে তাঁদের পুলিশের নোটিসে সাড়া দিতে হবে বলেও জানানো হয়। আগামী শুনানিতে কেস ডাইরি হাজির করতে হবে আদালতে। ১৩ ডিসেম্বর এই মামলার পরিবর্তী শুনানি।

এছাড়াও অনুপমের একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ তোলা হয়েছিল ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শুধু ভাঙচুর করা হয়েছে বলা হয়।

কখন এবং কী কী ভাঙা হয়েছে তার কোনও উল্লেখ নেই অভিযোগে বলে জানায় আদালত। তখন বিধায়ক ছিলেন বিধান সভায়। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে। পুলিশ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে বলে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর খয়রাশোলে তাঁর একটি সভায় ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেন অনুপম হাজরা। এমনকি, তাঁর উপর হামলা চালানো হয় এবং তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা করে ফেসবুক পোস্ট করেন অনুপম। এই ঘটনায় তাঁর নিশানায় ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা। বীরভূমের বিজেপি জেলা সভাপতির 'লেঠেল বাহিনী' এই ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন অনুপম। জেলার এই দুই নেতার বিরুদ্ধে একাধিকবার বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন অনুপম হাজরা। এই মামলায় পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ ডিসেম্বর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৯টি কলেজের পরীক্ষা ঘিরে জটিলতা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): পরীক্ষা বিধি পরিবর্তনের জন্য তিনি যতবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠক ডাকছেন ততবারই তা বাতিল করে দিচ্ছে রাজ্য। ফলে ১৬৯টি কলেজের পরীক্ষা ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছে। আদৌ সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত।

চলতি বছর থেকে গোটা দেশে চালু হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। নয়া নিয়মেই এবারে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা হওয়ার কথা। এব্যাপারে কলেজগুলি থেকে নয়া নিয়ম জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সদুত্তর দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শান্তাদেবী বলেন, "নতুন নিয়মে পরীক্ষা করতে হলে নয়া বিধি চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটি থেকে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এজন্য অন্তত ৬ বার রাজ্যকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই অনুমতি বাতিল করে দেওয়ায় পরীক্ষা বিধি চালু করা যাচ্ছে না। ফলে ১৬৯ টি কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছে। জানি না, আদৌ সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে কি না।"

অন্যদিকে, এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।"

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে শিক্ষামহলে। কবে থেকে পরীক্ষা চালু হবে, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ১৬৯টি কলেজের পড়ুয়ারাও। পরীক্ষা দেরি করে হলে ফল প্রকাশ এবং পরের ক্লাসে ভর্তি, পুরো প্রক্রিয়াটাই পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শান্তাদেবী বলেন, "আগামী এক'দুমাসের মধ্যে পরীক্ষা করানোর কথা। কিন্তু পরীক্ষা বিধি নির্ধারিত না হলে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে।" যদিও সূত্রের দাবি, উপাচার্য নিয়োগের জট কাটাতে ১২ ডিসেম্বর সবপক্ষকে শুনানিতে ডেকেছে শীর্ষ আদালত। ওই দিনই এ ব্যাপারে কোনও সমাধান সূত্র সামনে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতাও দূর হতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষা মহলের একাংশ।

অস্থায়ী উপাচার্য নিয়ে জটিলতা কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোমবারই রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘণ্টা খানেকের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'বৈঠক ভাল হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।" এমন আবহে রাজ্যে পঠনপাঠনের জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ মামলায় প্রশ্ন বিচারপতি মান্থার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): যোগ্যতা না তোষণ? রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের পোস্টিং কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার প্রশ্ন, 'তৈলমর্দন করলেই পছন্দমতো স্কুলে পোস্টিং দেন? তা হলে তো নিজের বান্ধবীর বাড়ির কাছে পোস্টিং চাইবেন ভাবী প্রধান শিক্ষকেরা!"

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দু'টি বিভাগে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এবং পোস্টিং নিয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। এ ব্যাপারে সাত জন শিক্ষক আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের পক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানান, প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরি হলেও তাঁদের কোনও কাউন্সেলিং করা হয়নি। যে সমস্ত শিক্ষক তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

আর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে কয়েক জন রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে।

মঙ্গলবার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি মান্থার বেঞ্চে।

সেখানেই শুনানি চলাকালীন বিচারপতি এই প্রশ্ন করেন রাজ্য এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ (ডিপিএসসি)কে। জানতে চান, নির্দিষ্ট কিছু জেলায় প্রধান শিক্ষকদের পোস্টিং সংক্রান্ত কাউন্সেলিং হচ্ছে না কেন? এ ব্যাপারে রাজ্যের কি কোনও বাঁধাধরা নীতি নেই!

বিচারপতি বলেন, "যাঁরা তৈলমর্দন করেন তাঁদেরই কি পছন্দমতো স্কুলে পোস্টিং দেন? মামলাকারী তো তা হলে বাড়ির কাছে পোস্টিং চাইতে পারেন। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? একটা নির্দিষ্ট বিধি মেনে কাজ করতে হয় তো? সেই বিধি কোথায়?"

বিচারপতির প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি ডিপিএসসি।

রাজস্থানে গুলিতে ঝাঁজরা করনি সেনা প্রেসিডেন্ট সুখদেব সিং, গুলিবিদ্ধ আরও ২জন

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করনি সেনা প্রেসিডেন্ট সুখদেব সিং গোগামেদি। মঙ্গলবার জয়পুরে সুখদেবকে তাঁর বাড়ির কাছেই গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন আরও দুই জন। হাড়হিম করা এই হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভি ফুটেজ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আততায়ীদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ নিজের বাড়ির কাছে এক পরিচিতের বাড়িতে ছিলেন সুখদেব। তখনই চার জন দুষ্কৃতী স্কুটারে চেপে হাজির হয় ঘটনাস্থলে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ঘরের ভিতর ঢুকে করনি সেনা প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি সঙ্গী অজিত সিং এবং নিরাপত্তারক্ষীর উপরেও গুলি চালানো হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুখদেবকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সুখদেবকে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। অজিত সিং এবং নিরাপত্তারক্ষীর চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

রাজস্থানের ডিজিপি উমেশ মিশ্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযাযী চার জন দুষ্কৃতী প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সুখদেবের পাশপাশি তাঁর নিরাপত্তারক্ষী এবং আরও এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা এই হত্যাকাণ্ড চালাল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

শীত আসার আগেই টান ধরছে ত্বকে?

ত্বকে সামান্য টান ধরছে? ক্রিম মাখছেন, তা সত্ত্বেও নিজেকে কেমন শুকনো শুকনো লাগছে? তা হলে ধরে নিন, শীত চলে এসছে। বাতাসে এখনও টের পাওয়া না গেলেও, শীতকাল যে দুয়ারে, সেটা বোঝা যাচ্ছে ত্বক থেকেই। শীতের ত্বক মানেই খসখসে, শুষ্ক, অমসৃণ। তাই শীতে ত্বকের বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি। তবে অনেকেই বুঝতে পারেন না, শীতকালে কী ভাবে ত্বকের খেয়াল রাখবেন। কিছু নিয়ম মানলে শীতকালেও জেল্লা বজায় থাকবে ত্বকের।

১) শীতের সবচয়ে বড় সমস্যা হল ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া। জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগে থেকেই ত্বক শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ত্বক ভিতর থেকে মসৃণ, নরম ও কোমল রাখতে ময়শ্চারাইজার জাতীয় প্রসাধনীর ব্যবহার বন্ধ করলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়ো কিছু টোটকা ব্যবহার করতে পারেন। নারকেল তেল খুব ভাল একটি বিকল্প। এ ছাড়া শনের বীজের তেলও ত্বকের পক্ষে দারুণ কার্যকর। ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে লড়তে ত্বক প্রস্তুত রাখুন।

২) শীতের কবল থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখতে সুষম খাবার খান। জলের পরিমাণ বেশি রয়েছে, এমন কিছু ফল খাওয়া বাড়ান। সবুজ শাকসব্জি খান। শীতকালীন আবহাওয়ায় ত্বক বুড়িয়ে যায়। সেই অকালবার্ধক্যের মুখোমুখি হতে না চাইলে এখন থেকেই কী খাচ্ছেন, সে দিকেও লক্ষ রাখুন।

৩) শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীরচর্চা করতে অনেকেরই ইচ্ছে করে। এই অভ্যাস বন্ধ করলে যে শুধু শরীরে ক্ষতি তা নয়। ত্বকেও এর প্রভাব পড়ে। শরীরচর্চা করলে রক্ত চলাচল সচল থাকে। ত্বকেও এর প্রভাব পড়ে। যোগাসন, ব্যায়াম, দৌড়ঝাঁপ করুন। শীতকালে ভাল থাকবে ত্বক এবং শরীর।

শীতে সুস্থ থাকতে দিন শুরু করতে হবে গুড়-ছোলা খেয়ে

বাড়ির পোষা পাখিকে ছোলা খেতে দেন রোজ। সে সময়ে বেশ কয়েকটা মুখে পুরে দেন। আবার, শীতকালে গুড় পাওয়া যায় বেশি। তাই নানা রকম পদে গুড় ব্যবহার করার চল রয়েছে। কিন্তু সকালে খালি পেটে কোনও দিন গুড় এবং ছোলা খেয়েছেন কি? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ছোলায় ফাইবার এবং প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। নিয়মিত গুড় খেলে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। এ ছাড়াও গুড়ের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় এমন অনেক খনিজ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রতি দিন সকালে নিয়ম করে যদি গুড়, ছোলা খান, কী কী উপকার হবে জানেন?

১) ত্বকের যত্নে- শীতের মরসুমে ত্বক জেল্লা হারাচ্ছে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, গুড় এবং ছোলার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত জিঙ্ক। ত্বকের জন্য এই উপাদানটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই গুড় এবং ছোলার জোড়া ফোলায় ত্বক হয়ে উঠতে পারে জেল্লাদার।

২) পেশি মজবুত করতে- দেহের বিভিন্ন অংশের পেশির জোর বাড়িয়ে তুলতে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। সঙ্গে গুড় এবং ছোলা খেতে শুরু করুন। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, সহজপাচ্য ফাইবার, পটাশিয়াম এবং বিভিন্ন খনিজে ভরপুর এই যুগল পেশির দুর্বলতা কাটিয়ে দিতে পারে।

৩) ওজন নিয়ন্ত্রণে- গুড় এবং ছোলার মিশ্রণ বিপাকহার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। স্থূলত্বের সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য অত্যন্ত উপাদেয় এই খাবার।

৪) কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে- শীতকালে বাতাসে আর্দতার অভাব দেখা যায়। জল খাওয়ার প্রবণতাও কমে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় পড়েন অনেকেই। ছোলার মধ্যে রয়েছে ফাইবার এবং খাবার হজম করায় এমন উতেচক ক্ষরণে সাহায্য করে গুড়। ফলে এই সমস্যা সহজেই দূর করতে পারে গুড়-ছোলা।

৫) ঋতুস্রাবের কষ্টে- মাসের নির্দিষ্ট একটি সময়ে ঋতুস্রাবের কষ্ট ভোগ করতে হয় অনেক মহিলাকেই। শরীর থেকে অনেকটা পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে যায় প্রতি মাসে। ফলে শরীরে আয়রনের অভাব দেখা দিতে পারে। সেই আয়রনের ঘাটতি মেটাতে পারে গুড়। সঙ্গে ছোলার প্রোটিন এই সময়ে শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাতেও সাহায্য করে।

মাঝবয়সে বেড়েই চলেছে "মধ্যপ্রদেশ"

যত চেষ্টাই করুন না কেন, একটা বয়সের পর ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এ দিকে, বাড়ির লোকের কথা শুনে খাওয়াদাওয়া একেবারে কমিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ওজনে পরিবর্তন না আসায়, কেউই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা, বাড়িতে লোভ সম্বরণ করতে পারলেও, বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছা খাওয়ার ফলেই ওজন নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

আসলে বিষয়টা ঠিক তেমন নয়। ৪০-এর পর একটু একটু করে বিপাকহার কমতে শুরু করে। তাই ওজন কমানো কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে বিফল মনোরথ হওয়ার কোনও কারণ নেই। সময় লাগলেও, নিয়মিত কয়েকটি কাজ করতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১) ওজন বাড়লেই শরীরে হাজারটা রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। তাই ফিট থাকতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করুন। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে না চাইলে বাড়িতেই কার্ডিয়ো ব্যায়াম করুন। এ ছাড়া, নিয়ম করে হাঁটাহাঁটি, সাইক্লিং, জগিং করতে পারেন। ওজন কমাতে যোগাসনেও ভরসা রাখতে পারেন। শরীর যত সচল থাকবে হজমপ্রক্রিয়াও ততই ভাল হবে, ওজনও বাগে থাকবে।

২) ডায়েট থেকে চিনি বা মিষ্টি একেবারেই বাদ দিয়ে দিন। ওজন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল শর্করা। ডায়েটে শর্করার মাত্রা কমিয়ে এনে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ফলে সকালে চিনি দেওয়া দুধ চা, দুপুরে খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ, রাত জেগে সিনেমা দেখার সময়ে কেক, চকোলেট খাওয়া এই সব অভ্যাসে রাশ টানা জরুরি।

৩) ডায়েটে ফাইবার বেশি করে রাখতে হবে। খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে হজমপ্রক্রিয়া ভাল হয়। খাবার ভাল হজম হলে মেদ কম জমে শরীরে। ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের মাত্রা কমিয়ে প্রোটিন বেশি করে রাখতে হবে।

৪) মানসিক চাপের কারণেও কিন্তু ওজন বেড়ে যায়। আর মানসিক চাপ কমাতে ঘুম ভীষণ জরুরি। রাত জাগার অভ্যাস থাকলে তাতে বদল আনুন। শরীর চাঙ্গা রাখতে দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টার ঘুম পূরণ করতেই হবে।

৫) প্রাতরাশ নিয়ম করে করতেই হবে। প্রাতরাশে ফাঁকি দিলে চলবে না। সারা দিন অল্প করে খাবার বার বার খাওয়ার অভ্যাস করুন। রাতের খাওয়া আটটার আগে সেরে ফেলতে পারলে খুব ভাল। সেটা না করতে পারলে খাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা পর ঘুমোতে যান।

শর্করার মাত্রা বাগে রাখতে কোন ফল খেতে পারেন?

শীত মানেই বাজারে হরেক রকম ফল আর সব্জির হাতছানি। তাই বলে যে অন্য সময়ের ফল পাওয়া যায় না, এমনটা নয়, তবুও শীতের টাটকা ফল-সব্জির কদরই আলাদা। তবে কমলালেবু আর আপেল বেশি করে কিনতে গিয়ে পেয়ারাকে অবহেলা করবেন না। সারা বছর ডায়েটে এই ফল রাখার উপকার অনেক। জানুন, কেন রোজের

ডায়েটে রাখবেন পেয়ারা?

১) পেয়ারায় থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। ভিটামিন সি শুনেই অবাক হচ্ছেন তো? অনেকে কমলালেবু কিনতেই ব্যস্ত শুধু মাত্র ভিটামিন সি-র টানে। কিন্তু পেয়ারায় ভিটামিন সি কোনও অংশে কম থাকে না। সেই সঙ্গে রয়েছে ভরপুর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। শীতকালে সংক্রমণ ঠেকাতে ও প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে কাজে লাগে পেয়ারা।

২) ডায়াবেটিক রোগীরা কী ফল খাবেন আর কী খাবেন না, সেই নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণেও কাজে লাগে পেয়ারা। পেয়ারায় যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার রয়েছে। এই ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হয়। তাই ডায়াবেটিকরা রোজ এই ফল খেতে পারেন।

৩) পেয়ারায় লাইকোপিন নামক ফাইটোনিউট্রিয়ান্ট থাকে। এই যৌগের অ্যান্টি-টিউমার গুণাগুণ ক্যানসারের আশঙ্কা কমাতে সাহায্য করে।

৪) পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ। সে কারণে দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও এই ফলের জুড়ি মেলা ভার।

৫) পেয়ারায় রয়েছে ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা। পেটের গোলমালের সময়ে তা সাহায্য করতে পারে জীবাণুর সঙ্গে লড়তে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন, তাঁরা নিয়মিত পাকা পেয়ারা খেতে পারেন। পেয়ারায় থাকা ফাইবার পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

তেলেভাজা খাওয়ার পর ভুলেও জল নয়

তেলেভাজা বা ডিপ ফ্রায়েড খাবার আট থেকে আশি সকলেরই খুব পছন্দের। চপ, পকোড়া, ফ্রায়েড চিকেন, সসেজ, চাউমিন, রোল, মোমো দেখলেই লোভ সামলানো দায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যা হল, ভাজাভুজি খাওয়ার পরই গলা

শুকিয়ে আসে। একটু জল না খেলেই নয়। আর জল খেলেই শুরু হয়ে যায় অস্বস্তি। পেট ভার হয়ে থাকে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হয়।

খাওয়ার একদম পরেই জল খাওয়া শরীরের জন্য একেবারে ভালো নয় বলে মনে করেন পুষ্টিবিদেরাও। তবে এমন অনেক পানীয় রয়েছে, যেগুলি ভাজাভুজি খাওয়ার পর খেলে বরং উপকারই হয়।

গরম জল পান করুন

ভাজাভুজি খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। ফলে পেট ভার হয়ে থাকে না। গরম জল পরিপাকতন্ত্রের পেশীগুলিকেও শিথিল করে, শারীরিক অস্বস্তি কমায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং দেহ থেকে টক্সিন বার করে দেয়। ভারী খাবার খাওয়ার পরেও গরম জল পান করা খুব উপকারী।

ডিটক্স পানীয় বা স্যুপ

বিভিন্ন ডিটক্স ড্রিংকস এবং স্যুপ শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি যোগায়, দেহ থেকে টক্সিন নির্মূল করে, ভালো হজমে সহায়তা করে এবং পেট ভার কমায়। তাই তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ডিটক্স পানীয় বা স্যুপ খাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

প্রোবায়োটিক পানীয়

উপকারী ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ প্রোবায়োটিক পানীয়গুলি খাবার হজমে সহায়তা করে, শরীরকে চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। ভাজাভুজি খাওয়ার পর শারীরিক অস্বস্তিও কমায়।

মৌরি জল বা চা

তেলেভাজা খাওয়ার পরে মৌরি জল পান করুন। এটি পেট ফাঁপা এবং অস্বস্তি দূর করতে সহায়ক। পরিমাণমতো জলে এক চামচ মৌরি ফুটিয়ে নিন ভালো ভাবে। তারপর তা ছেঁকে পান করুন। এই পানীয় খাবার হজম করে তাড়াতাড়ি।

সবুজ চা

ভাজাভুজি খাওয়ার পর গ্রিন টি-ও খেতে পারেন। সবুজ চায়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্রুত খাবার হজমে সহায়তা করে, হজমের এনজাইমগুলির উৎপাদন বাড়ায়, চর্বি ভাঙে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমায়। তাছাড়া, এতে থাকা ক্যাফেইন এনার্জিও বাড়ায়। তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রিন টি খেলে উপকার পাবেন।

জোয়ানের জল

খাবারের পরে হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা চামচ জোয়ান খাওয়া খুবই উপকারী। এতে খাবার দ্রুত হজম হয়। গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা এবং বদহজমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সাদা না বাদামী ডিম, কোনটা খাওয়া উপকারী?

সস্তায় অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাদ্য ডিম। মাছ-মাংসের পুষ্টিগুণের সঙ্গেও সমান তালে পাল্লা দিতে পারে এই খাদ্য। ওজন কমানো থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো - ডিমের জুড়ি মেলা ভার। শরীরের অন্দরে অনেক সমস্যারও নিমেষে সমাধান করে। প্রায় সব বাড়িতে প্রতি দিনই কম-বেশি প্রয়োজন পড়ে ডিমের।

তবে ডিম নিয়ে প্রায়ই যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা হল - সাদা না কি বাদামী খোলার ডিম, কোনটা ভাল? কোনটা খাওয়া বেশি উপকারী? অনেকেরই ভাবনা বাদামী ডিমে পুষ্টিগুণ বেশি, কেউ বা ভাবেন সাদা ডিমে। কিন্তু এমন ধারণা কি আদৌ ঠিক? চলুন জেনে নেওয়া যাক এ ব্যাপারে বিস্তারিত।

রঙের পার্থক্য হওয়ার কারণ কী? ডিমের খোসার রং সাদা হবে না বাদামি, তা নির্ভর করে মুরগির প্রজাতির উপর। এ ছাড়া, মুরগির ডায়েট, স্ট্রেস লেভেল এবং পরিবেশগত কারণেও ডিমের খোসার রং পরিবর্তন হতে পারে।

পুষ্টির কোনও পার্থক্য থাকে কি? ডিম বাদামী হোক বা সাদা, তার মধ্যে পুষ্টিগুণ কম-বেশি একই রকম থাকে। এই দুই ধরনের ডিমের মধ্যে পুষ্টির তেমন কোনও পার্থক্য নেই। প্রোটিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন ডি, রাইবোফ্ল্যাভিন, সেলেনিয়াম এবং কোলিনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে দুই ধরনের ডিমেই। তাই সাদা এবং বাদামী উভয় ডিমই অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাদামি বা লালচে রঙের ডিমে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড একটু বেশি রয়েছে। কিন্তু এই পরিমাণ এতই অল্প যে তাতে খুব একটা ফারাক পড়ে না। গবেষণা কী বলছে? সাদা এবং বাদামী ডিমের মধ্যে কোন পুষ্টিগত পার্থক্য আছে কিনা তা জানার জন্য বেশ কিছু গবেষণাও করা হয়েছে। দেখা গেছে, খোসার রঙ ডিমের গুণমান বা পুষ্টির উপর কোন প্রভাব ফেলে না। যে পার্থক্যটি মূলত পাওয়া যায় তা হল ডিমের খোসার রঙ্গক। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীতে বাড়তে পারে সুগার লেভেল

শীতকাল মানেই খাওয়াদাওয়ার মরশুম। বিয়েবাড়ি, পিকনিক, বড়দিন, নিউ ইয়ার, সংক্রান্তি - একের পর এক লেগেই থাকে অনুষ্ঠান। প্রায় দিনই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া চলে। সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে কিন্তু ব্যপারটা মোটেই ভালো নয়। শীতের বাহারি খাবারদাবারের প্রলোভনে পা দিলেই বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। তাই এই মরশুমে ডায়াবেটিকদের সাবধানে থাকা জরুরি। ডায়াবিটিস হাতের মুঠোয় রাখতে নিয়ম মেনে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি, স্বাস্থ্যকর শাকসবজি ডায়েটে শামিল করা জরুরি। শীতকালে যাতে কোনও বাড়াবাড়ি না হয় তা নিশ্চিত করতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খাবেন, জেনে নিন।

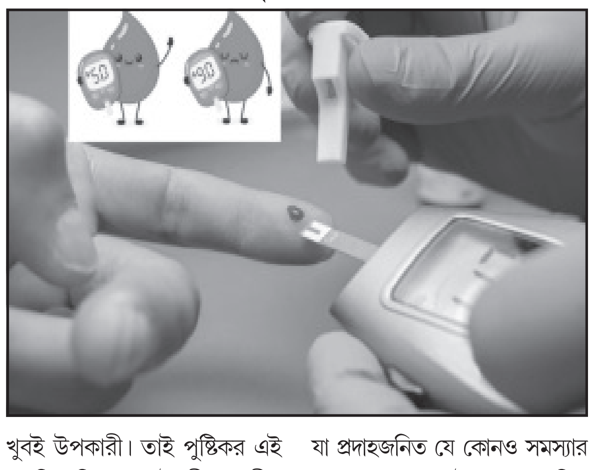

সবুজ শাক - শীতে শরীরের যত্ন নেয় সবুজ শাকসব্জি। পালং শাক এবং কালে-র মতো শাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, মিনারেলস, ভিটামিন থাকে। এই সব শাক রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ফুলকপি এবং ব্রকোলি - শীতকালীন ডায়েটে অবশ্যই রাখুন ফুলকপি এবং ব্রকোলির মতো সবজি। ফাইবার সমৃদ্ধ এই সব সবজি হজমশক্তি বাড়ায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে।

আলু - মিষ্টি আলু এবং গাজরের মতো সবজি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। তাই পুষ্টিকর এই সবজিগুলি অবশ্যই শীতকালীন ডায়েটে রাখুন।

বাদাম এবং বীজ - বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। আখরোট, কাঠবাদাম এবং চিয়া বীজে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং প্রোটিন। ভিতর থেকে শরীর চনমনে রাখতেও এই খাবারগুলির জুড়ি মেলা ভার।

মশলা- দারুচিনি এবং হলুদের মতো বেশ কিছু মশলা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ওষুধের মতো কাজ করে। এগুলিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা প্রদাহজনিত যে কোনও সমস্যার সমাধান করে। সেই সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও দারুণ কার্যকর এই মশলাগুলি।

ফ্যাটি ফিশ - শীতকালীন ডায়েটে স্যামন, টুনা, সার্ডিনের মতো ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ অন্তর্ভুক্ত করুন। এই সব সামুদ্রিক খাবার হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও দারুণ কার্যকর। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ভুল করেও খালি পেটে এই খাবারগুলি খাওয়া উচিত নয়

খালি পেটে থাকলে আমরা উল্টো-পাল্টা খেয়ে থাকি।খালি পেটে অনেক ধরনের গ্যাস ভরা থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি যদি উল্টো পাল্টা কিছু খেয়ে নেন তাহলে পেটে গ্যাস আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, এটা লিভার ও কিডনির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ মানুষই সকালে উঠে দিনের শুরুটা করেন চা বা কফি দিয়ে।

যার কারণে শরীরের পুরো পিএইচ ভারসাম্য বিগড়ে যায়। তাই জেনে নেওয়া ভালো, খালি পেটে কী কী খাওয়া উচিত নয়। শুরুতেই নাম থাকবে চা ও কফির। কফিতে রয়েছে ক্যাফেইন যা পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ায় এবং হনমোনাল প্রক্রিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

আর চায়ে রয়েছে উচ্চ মাত্রার অ্যাসিড যা খালি পেটে খেলে শরীরে গ্যাস্ট্রিক ও আলসারের মতো রোগের সৃষ্টি করে। খালি পেটে কখনও মশলাদার খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে পেটের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। খালি পেটে মসলা জাতীয় খাবার খেলে অ্যাসিডিটিক বিক্রিয়ার কারণে পেটে জ্বালাপোড়া হয়।

অনেকেই দিনের শুরুতে খালি পেটে ফল বা জুস খান। কিন্তু এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আপনার হজম শক্তির ওপর। এটা করা একেবারেই অনুচিত। খালি পেটে খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়েযায়, যার ফলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আসাদ আলী'র দু'টি কবিতা

দিশাহারা

কে তুমি দাড়িয়ে ওখানে? আবছা আঁধারে
কার জন্য অপেক্ষায় আছো?
আলোড়ন ওঠে হৃদয় গভীরে ফেলে আসা দিন
পথ যা হারিয়েছিল ঘুমিয়েছিল
জীবনের সমস্ত রঙ কেড়ে নিয়ে
ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস যেমন
আবার জাগালে কেন? কেন জাগালে?
ভারত জ্বীনের পাহাড় হল, উলোটপুরাণ
দিনেও আঁধার বড়ো, হিংস্র শ্বাপদে
কেন এ অসময়ে আবার তুমি
শিরায় আগুনের ফুল চাইছ ফোটাতে
এখানে প্রেম প্রীতি আত্মহননে
দিশাহারা

পরিবর্তন

মরা মাছের মত চোখ নিয়ে কোথা ঘুরছো?
কি খুঁজছো? মাথা হেঁট করে যাচ্ছো কোথা?
ভাবছো অর্থের কথা?
আরে ভাই অর্থের পেছনে ছুটছো
জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে।
কাজের পিছনে, ভালো কাজের পিছনে ছোটো
অর্থ সম্মান তোমার পেছনে ছুটবে, ছুটবেই
মৃত্যুর কথা ভাবছো?
মৃত্যু বলে কিছু নেই, বারেবারে মরছো কেন?
যা আছে পরিবর্তন
একটি অস্থায়ী আর একটি স্থায়ী
হ্যাঁ সততার সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে
মায়া মমতার সঙ্গে রূপ রস রঙে চুবিয়ে নাও
চুবিয়ে নাও নিজেকে
দেখবে সব বদলে যাবে নিমেষে
অস্থায়ী স্থায়ী তুমিই রঙিন
চোখ মরা মাছের মত থাকবে না
থাকবেনা কোন বিমর্ষতা
এক অপার আনন্দে ভেসে যাবে তুমি

মঙ্গলবার সিআইটিইউ'র উদ্যোগে বৈদ্যনাথ মজুমদারের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

নিয়োগ মামলার শুনানির প্রথম দিনেই বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের তোপের মুখে পর্ষদ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টে এক কথা, আর সুপ্রিম কোর্টে অন্য কথা কেন? মঙ্গলবার নিয়োগ মামলার শুনানির প্রথম দিনেই কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের তোপের মুখে পর্ষদ।

আদালত সূত্রের খবর, এদিন পর্ষদের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে কেন দু'রকম কথা বলছেন, সেটা পরিষ্কার করে পর্ষদকে জানাতে হবে। এব্যাপারে সাত দিনের মধ্যে পর্ষদকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ।

নিয়োগ মামলায় দ্রুত তদন্ত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা ফিরেছে কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের তরফে বিশেষ বেঞ্চও গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার ওই বেঞ্চের তরফেই পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।নিয়োগ সংক্রান্ত রাজ্যের সব মামলা গত ৯ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বিশেষ বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে, শীর্ষ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল সেই নির্দেশ মত শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা আগামীকাল বুধবার শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হল।

আদালত সূত্রের খবর, নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে আরও নতুন আবেদন যুক্ত হবে কিনা বা একই ধরনের মামলা থাকলে মামলার সংখ্যা কমিয়ে এনে শুনানি করা হবে কিনা, এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে হাইকোর্টের নবগঠিত বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ।মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "এই সমস্ত মামলায় রাজ্যকে পার্টি না করেই এক তরফা ভাবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই মামলা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।"ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, সমস্ত প্যানেল যদি বাতিল করা হয় তাহলে বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর হঠাৎ করে এই কর্মরতদের বিতাড়িত করা হবে। তাই কোন আইনের বলে চাকরি বাতিল করা হবে সেটাও স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে আদালত।

ইডি-র কাছে থাকা পৈতে, আংটি, মাদুলি সহ গলার চেন ফেরৎ চাইলেন মানিক

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গ্রেফতারির সময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) নিয়ে নিয়েছিল তাঁর পৈতে, আংটি, মাদুলি-সহ গলার চেন। এমনি দাবি করে মঙ্গলবার আদালতে দাঁড়িয়ে সে সবই ফেরত চাইলেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য।

তৃণমূল বিধায়ক জানান, অনেক বারই সে সব ফেরত চেয়েছেন। ইডির আধিকারিকেরা বিষয়টি জানেন। কিন্তু তিনি এখনও কিছুই ফেরত পাননি। আদালতের মাধ্যমে এ বার সে সমস্ত ফেরত চান তিনি।

মঙ্গলবার ছিল প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। সে কারণে কলকাতার বিচারভবনে হাজির করানো হয়েছিল মানিকবাবুকে। সেখানেই তিনি পৈতে, আংটি, মাদুলি-সহ গলার চেন ফেরত চান। তিনি জানান, তাঁর কিছু ব্যক্তিগত জিনিস ইডির অফিসে রয়েছে।

তাঁর কথায়, "আমাকে যে দিন গ্রেফতার করা হয়েছিল, ওই দিন রাতে ওঁরা নিয়ে ছিলেন।" এর পরেই বিচারক প্রশ্ন করেন, তা হলে এত দিন পর কেন তাঁর সে কথা মনে পড়ল? জবাবে তিনি বলেন, "আমি ওঁদের অনেক বার বলেছি। মিথিলেশ মিশ্র, বিজয় কুমার (তদন্তকারী অফিসার) এটা জানেন। ওঁরা গ্রেফতারির দিন ওই জিনিসগুলি নিয়ে আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন। তার পর প্রায় ১০ বার ফেরত চাওয়ার পরেও দেননি।"বিচারপতি এই সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক ভাবে আবেদন করতে বলেন তাঁকে। পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিকবাবু জানিয়েছেন, তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)-কে বলেছেন। বিচারক বলেন, "তা হলে আমাকে আবার বলছেন কেন? নির্দিষ্ট ফোরামে জানান।" মানিকবাবু পরে আদালত চত্বরে জানান, ওই সব জিনিস বাজেয়াপ্ত করার তালিকা (সিজার লিস্ট)-য় দেখানো হয়নি। একটি ক্লিয়ার ফাইলে আংটি, গলার চেন-সহ ছ'-সাতটি জিনিস আলমারিতে রাখা হয়েছিল। তাঁকে এই সংক্রান্ত কোনও নথিও দেওয়া হয়নি।

কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পরিদর্শনে আইজি বিএসএফ

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পরিদর্শন করলেন আইজি বিএসএফ। মঙ্গলবার বিএসএফ কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অশোক যাদব নিরাপত্তা বাহিনীর শীতকালীন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পোস্ট পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের আগে তিনি সমস্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি বিএসএফ কর্মীদের পেশাদারিত্ব এবং উৎসর্গের জন্য তাদের প্রশংসাও করেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এক্স-এ পোস্ট করে এই তথ্য জানিয়েছে।

শীতকালে প্রবল তুষারপাতের কারণে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর প্রাকৃতিক পথ বন্ধ হওয়ার আগে মঙ্গলবার আইজি বিএসএফ সেই স্থানে পরিদর্শন করে। কারণ সেসময় পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বোর্ডের নির্দেশে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন আর্চার

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আসন্ন আইপিএলের জন্য নিবন্ধন করেননি ইংলিশ পেসার জোফ্রা আর্চার। গত আইপিএলে ইনজিওর থাকার জন্য আইপিএলে খেলেছেন মাত্র পাঁচটি ম্যাচ। ফিরে যেতে হয়েছিল দেশে। এবার সুস্থ হয়ে আর্চার বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলে ছিলেন। মুম্বই এবার তাকে নিতে চাইলেও আইপিএলের জন্য নিবন্ধন করেননি। তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।কিন্তু, কেন? তিনি আইপিএল থেকে সরে

শিশিরের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত, কুণালের আবেদনে পালটা চিঠি অমিত শাহর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): হু হু করে সম্পত্তি বৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যে। কোন উপায়ে আচমকা এত বাড়বাড়ন্ত? কাঁথির বর্ষীয়ান সাংসদ শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সেই চিঠির জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাতে পত্র পেয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে সেই চিঠি পোস্ট করে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "দিল্লি বাধা না দিলে তদন্ত নিশ্চিত।" অর্থাৎ দ্রুতই শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণাল ঘোষ। গত ৮ নভেম্বর এ বিষয়ে তিনি একযোগে ইডি, সিবিআইয়ের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছিলেন। কুণাল ঘোষের দাবি অনুযায়ী, কাঁথির সাংসদের সম্পত্তি ২০০৯ সালের নির্বাচনী হলফনামায় ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। সেখান থেকে মাত্র ৩ বছরে অর্থাৎ ২০১২ সালে শিশিরের সম্পদের পরিমাণই দাঁড়ায় ১০ কোটিরও বেশি! তৃণমূল মুখপাত্রের প্রশ্ন, "ঠিক যে সময় সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন অধিকারী পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি করে ব্ল্যাকমেইল করে তাঁর থেকে টাকা তোলার অভিযোগ করেছেন, সেই সময়ই শিশির অধিকারীর সম্পত্তি এত বাড়ল কী করে?"

সেই চিঠির পালটা জবাব দিয়েছেন অমিত শাহ। হিন্দিতে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে কুণাল ঘোষের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। আর তাতেই আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল। সামাজিক মাধ্যমে কুণাল ঘোষের পোস্ট, "আশা করি সিবিআই শিশির অধিকারীকে হেফাজতে নিয়ে এবার জেরা শুরু করবে। দিল্লি বাধা না দিলে তা শিগগিরই শুরু হবে।"

অসুস্থ মদন মিত্র, এসএসকে এমে ভর্তি তৃণমূল বিধায়ক

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অসুস্থ তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সোমবার রাতে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

সূত্রের খবর, তিনি বুকে ব্যথা, জ্বর ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তাঁর বেশ কিছু পরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উডবার্ন ওয়ার্ডের ২০৬ নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে অসুস্থ বিধায়ককে। চিকিৎসক অতনু পালের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি।

সোমবার বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীনই অসুস্থ হয়ে পড়েন মদন। তার আগে থেকেই তিনি সামান্য অসুস্থ ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিন রাত বাড়লে সেই অসুস্থতা আরও কিছুটা বাড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে আপাতত তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন বলেই খবর। স্বাভাবিক ভাবেই মদনবাবুর অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেক বিধায়কই। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন বিধায়ক। তবে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়ার আগে সেবিষয়ে কিছু বলতে রাজি নন চিকিৎসকরা।

"রাষ্ট্রদ্রোহের নামে যার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, মন্তব্য পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): "রাষ্ট্রদ্রোহের নামে যার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা নাগরিক জীবনে দূরগামী প্রভাব ফেলতে পারে।" মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বর্তমান দণ্ড সংহিতা বদলে দিয়ে দেশে নতুন ন্যায় সংহিতা প্রণয়ন করতে চাইছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলির মতামতও চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এদিন বিধানসভায় বিতর্কে অংশ নিয়ে পুরমন্ত্রী বোঝাতে চান, কেন্দ্রের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের সংশয় রয়েছে।

পুরমন্ত্রী আরও বলেন, "বর্তমান সরকার ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। কিন্তু কয়েকটা নাম বদলে দিয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না। মোঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে দিয়ে ইতিহাসকে পাল্টানো যায়না। এ ভাবে ভারতের ইতিহাস থেকে মোঘল আমলকে মুছে দিতে পারবেন না"।

রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে বিদ্যাসাগর সেতুতে হাওড়াগামী দুটি লেন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার থেকে বিদ্যাসাগর সেতুতে শুরু হচ্ছে যান নিয়ন্ত্রণ। রাত ১০ টা থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে হাওড়াগামী দুটি লেন। সেতুর উপরে ছোট গাড়ি, বাইক, যাত্রীবাহী গণপরিবহণ যাতায়াত করলেওসমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের জন্য বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ।

গত ১ নভেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করেছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরসিসি)। সেতু মেরামতির জন্য আগামী কয়েক মাস অন্য পথ দিয়ে পণ্যবাহী যান চলাচল করানো হবে। প্রথম পর্যায়ে বন্ধ রাখা হবে হাওড়াগামী লেন। পরের পর্যায়ে ফের বন্ধ থাকবে কলকাতাগামী লেন। এই সময় কোন পথে চলবে পণ্যবাহী গাড়ি? সেবিষয়েই লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১০ টা থেকে ঘুরপথে যাবে পণ্যবাহী গাড়িগুলি। ডিএল খান রোডের দিক থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুর বদলে এজেসি বোস রোড বা ডি এল খান রোড হয়ে হসপিটাল রোড, কে পি রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, ধর্মতলা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা সেতু, বি টি রোড, ডানলপ হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে শহরের বাইরে যেতে পারবে।

কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পরিদর্শনে আইজি বিএসএফ

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পরিদর্শন করলেন আইজি বিএসএফ। মঙ্গলবার বিএসএফ কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অশোক যাদব নিরাপত্তা বাহিনীর শীতকালীন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পোস্ট পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের আগে তিনি সমস্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি বিএসএফ কর্মীদের পেশাদারিত্ব এবং উৎসর্গের জন্য তাদের প্রশংসাও করেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এক্স-এ পোস্ট করে এই তথ্য জানিয়েছে।

শীতকালে প্রবল তুষারপাতের কারণে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর প্রাকৃতিক পথ বন্ধ হওয়ার আগে মঙ্গলবার আইজি বিএসএফ সেই স্থানে পরিদর্শন করে। কারণ সেসময় পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে ব্যবস্থাদি নিয়ে ব্যঙ্গ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো আকাশের বিয়ে নিয়ে এক্স হ্যাণ্ডেলে ব্যঙ্গ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন খাবার-সহ প্লেটের ছবি।

মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "হে মোর দুর্ভাগা রাজ্য, যাদের করিতেছো অপমান, অপমানিত হতে হবে তোমাদেরও, সব দিন কাহারও যায় না সমান !

আগামী পরশু পিসির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমানের বিবাহবাসর বসতে চলেছে শৈলশহরে। প্রীতিভোজ দিন কয়েক পরে, নিউটাউনের বিলাসবহুল ব্যাঙ্কুয়েট হলে, যেখানে বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সন্তানদের বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিবাহের আনন্দনাড়ু কুটতে ও উলুধ্বনিতে পাহাড় মুখরিত করতে ইতিমধ্যেই পিসির পরিবার; জ্ঞাতি, আত্মীয় ও কুটুম্বদের বেশ কয়েকদিনের অস্থায়ী ঠিকানা হয়েছে চা-বাগিচা এলাকার পাঁচতারা হোটেল। এছাড়াও অন্যান্য একটি প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হয়েছে। না, এতে বিশেষ দোষের কিছু নেই, মালকড়ি থাকলে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে আপত্তি কোথায়! কিন্তু এর পরেই যে তাল কাটলো:-

সপ্তাহব্যাপী এই রাজ-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর আজ থেকেই আগামী রবিবার অব্দি এই প্রতিটি অকুস্থলে কার্শিয়াং হাসপাতালের আঠাশ জন চিকিৎসককে, সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক নার্স, ফার্মাসিস্ট ও অ্যাটেন্ড্যান্টদের সকাল থেকে রাত ও রাত থেকে সকাল দুই শিফটে ডিউটিতে মোতায়েন করেছে। আরো আঠাশ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে হাসপাতালে দুই শিফটে মজুত বাহিনী হিসেবে রাখার হুকুমনামা লটকানো হয়েছে সরকারি দেওয়ালে। কিন্তু হুকুম তামিল করতে যাওয়া """রাজবৈদ্যদের""" নিশিযাপনের জন্য যে শয্যা বরাদ্দ করা হয়েছে তা নাকি নিম্নমানের লজের বিছানারও অধম, এবং মধ্যাহ্নভোজনে যে """মিড-ডে মিল""" পরিবেশন করা হয়েছে তার ছবি দেখে আপনারাই বিবেচনা করুন যে এলাহী আয়োজনের ছিটেফোঁটা ভাগ কি এই ব্যাক্তিদের দেওয়া যেত না, যাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাধ্য করা হয়েছে ওখানে যেতে?"

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সং নিয়ে ঘুরছে ১০টি গাড়ি, সাজ সাজ রব শহরে

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): এই প্রথমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য তৈরি হয়েছে থিম সং। যার রচয়িতা শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় । তাতে কিছু লাইন সংযোজন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সুর দিয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। এতকাল ধরে এই চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য তৈরি হত একটি থিম সং। এবছর মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা এবং অনুপ্রেরণাতেই তৈরি হয়েছে থিম সং। যে গান চিনিয়ে দেয় কলকাতার অলিগলি, সংস্কৃতি, শিল্পকে।

মোট দশটি গাড়ি ওই গানটির স্ক্রিন নিয়ে ঘুরছে শহর জুড়ে নানা জায়গায়। নন্দন চত্বরে তেমনই একটি গাড়ির দেখা পাওয়া গেল উৎসবের প্রাক্কালে। উৎসবের উদ্বোধন আজ, মঙ্গলবার। সঞ্চালনায় জুন মালিয়া এবং চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, আজকের অনুষ্ঠানে অরিজিৎ সিং থাকবেন কি না, তা জানা যায়নি। এসেছেন সলমন খান । ইতিমধ্যে অনিল কাপুর এসে গিয়েছেন তিলোত্তমায় । কমল হাসান, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, জয়া বচ্চন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যয়, মহেশ ভাট-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন ।চলচ্চিত্র উৎসবের তরফে জানানো হয়, এই গানটির জন্য একটি টাকাও নেননি অরিজিৎ সিং। গতবছর চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে হাজির ছিলেন অরিজিৎ সিং। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে দু"""কলি গান শোনাতে গিয়ে তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট শাহরুখ কিং খানের উদ্দেশ্যে গেয়েছিলেন """রং দে তু মোহেঁ গেরুয়া।""" সেই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। এবার সেই বিতর্ক ভুলেই এবার চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সং গেয়ে আরও একবার সকলের মন জয় করে নিয়েছেন অরিজিৎ সিং।

জম্মু ও কাশ্মীর বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা, অমিত শাহ বললেন ভুল সংশোধন করেছেন মোদীজি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০২৩ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল, ২০২৩ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'কীভাবে একটি দেশে দুই প্রধানমন্ত্রী, দু"টি সংবিধান এবং দু"টি পতাকা থাকতে পারে? যারা এটা করেছে, তারা অন্যায় করেছে। তা সংশোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আমরা ১৯৫০ সাল থেকে বলে আসছি, দেশে "এক প্রধান, এক নিশান, এক বিধান" (এক প্রধানমন্ত্রী, একটি পতাকা এবং একটি সংবিধান) হওয়া উচিত এবং আমরা তা করেছি।'

জম্মু ও কাশ্মীর বিল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তেব্যের প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'এর আগেও কাশ্মীরে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এখন এমন কোনও ঘটনা নেই। এখন শুধু লাল চকে নয়, কাশ্মীরের প্রতিটি অলিতে গলিতে উত্তোলন করা হয়েছে ভারতীয় পতাকা।'

নিরাপদতম শহর, কেন্দ্রের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে বিজেপি-কে তুলোধনা মহুয়ার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২২ সালেও দেশের প্রধান শহরগুলির মধ্যে নিরাপদতম শহরের তকমা পেল কলকাতা। তবে মহিলাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপরাধমূলক ঘটনা (সার্বিক) নিরিখে চতুর্থ স্থানে রয়েছে তিলোত্তমা। খুন অপরাধের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। সম্প্রতি এই রিপোর্ট সামনে এসেছে এবং তা নিয়ে ফের একবার সরগরম বঙ্গ রাজনৈতিক মহল।

মহিলাদের উপর অপরাধ (সার্বিক) এর নিরিখে শীর্ষে রয়েছে দিল্লি। সবথেকে কম সার্বিক মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে কোয়েম্বাটুরে।

এই রিপোর্টটিকে সামনে রেখে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি মঙ্গলবার লিখেছেন, """"এনসিআরবি-র ক্রাইম রিপোর্ট(২০২২) বলছে, অপরাধমূলক ঘটনা কমের নিরিখে কলকাতা সবথেকে সুরক্ষিত শহর টানা তিন বছরের জন্য। আমাদের সকলকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হয়তো এবার বিষয়টি নিয়ে বিজেপি এবং তাদের ট্রোল বাহিনী জানতে পারবে এবং চুপ করবে।""""

বিজেপি কর্মীরা কোনও বিশেষ পদের জন্য নয়, বড় মিশনের জন্য কাজ করেন : শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপি কর্মীরা কোনও বিশেষ পদের জন্য নয়, বড় মিশনের জন্য কাজ করেন। বললেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

একইসঙ্গে জানিয়েছেন, আগেও আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না, আজও নই এবং আগামী দিনেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী হব না। মঙ্গলবার শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, বিজেপি কর্মীরা কোনও বিশেষ পদের জন্য নয়, বড় মিশনের জন্য কাজ করেন। সেই মিশনের মাধ্যমে আমরা যে কাজই পাই, আন্তরিকতার সঙ্গে করি।'

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, 'আমি দিল্লি যাব না। আগামীকাল, আমি ছিন্দওয়াড়া যাব, যেখানে আমরা বিধানসভার ৭টি আসন জিতেছি। আমার একটাই রেজোলিউশন আছে, মধ্যপ্রদেশের ২৯টি আসন (আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে) জয়লাভ করা উচিত বিজেপির।' এদিনই এক ভিডিও বার্তায় শিবরাজ বলেছেন, 'আমি আগেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না, এখনও নই।

আমি দলের একজন কর্মী এবং দল যে পদ অথবা দায়িত্ব দেবে আমি তা পালন করব।'

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের ল্যান্ডফল শুরু

বিশাখাপত্তনম, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের ল্যান্ডফল শুরু গিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে আছড়ে পড়বে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়। ইতিমধ্যেইম ছলিপত্তনমে প্রবল বেগে হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বাপটলার কাছে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। প্রশাসনও রয়েছে সতর্ক।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম অন্ধ্রপ্রদেশে উপকূলে বাপটলার কাছে আঘাত হানবে। ইতিমধ্যেই ল্যান্ডফোন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাতাসের গতিবেগ হবে ৯০-১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। অন্ধ্রপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। সকালের মধ্যে দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে।'

রাজ্যবাসীর মৌলিক সুভিধাগুলো প্রদান সরকারের অগ্রাধিকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যবাসীর মৌলিক সুবিধাগুলি প্রদানে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত দিশায় সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সুফলগুলি পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। আজ আগরতলার উষাবাজারে দৈনিক ৮০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য আমরুত প্রকল্পের অধীনে এই ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন প্ল্যান্টটি তৈরী করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া আমাদের বাঁচা সম্ভব নয়। শহর এলাকার নাগরিকদের পানীয়জল সরবরাহের লক্ষ্যে রাজ্যে আমরুত প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই জল পরিশোধন প্রকল্প বাস্তবায়ণে ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রায় ৪ হাজার সুবিধাভোগী এর ফলে উপক'ত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী সর্বসুবিধাযুক্ত ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে সন্তোষ ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আগামীদিনে রাজ্যে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশজড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা হয়েছে। এই সংকল্প যাত্রার সাথে সাথে রাজ্যেও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান শুরু হয়েছে। মূলতঃ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা সমূহ জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া এই সংকল্প যাত্রা ও অভিযানের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারও স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেত'ত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক'ষি প্রভ'তি ক্ষেত্রের পাশাপাশি পানীয়জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস নীতি হচ্ছে এই সরকারের মূল চালিকাশক্তি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর শর্মিষ্ঠা বর্ধন, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা জল বোর্ড ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার শ্যামলাল ভৌমিক।

সিপিএম

ফলাফল ব্যাখ্যা করে বলেন , ফলাফলের যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ তাতে জয়ী প্রার্থীদের তুলনায় বিজিত প্রার্থীরা খুব পিছিয়ে নেই।

সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তীও বক্তব্য পেশ করেন। এর আগে প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

চৌধুরী

থেকে পর্যটন মন্ত্রীকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন এদিন।

কৃষিমন্ত্রী

পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসির চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা, বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রেড্ডি

বিধায়কদের গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে রেড্ডির নাম ঠিক করেছেন। তিনি আরও বলেন, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি একসঙ্গে পূরণ করব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

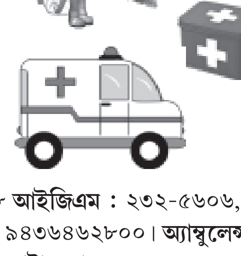

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উইথ ডিজেবিলিটি শীর্ষক আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এবং শিশু সারথি গৌহাটি আসাম এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ পারসন্স উইথ ডিজেবিলিটি ২০২৩ শীর্ষক এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর স্মিতা মল এম এস, ডেপুটি কমিশনার অফ ডিজেবিলিটি অচিনতম কিলিকদার, ডেপুটি ডিরেক্টর শিশু সারথি অম্বালিকা সেনাপতি এবং ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীলেখা রায় প্রমূখ।

শুরুতেই আগত অতিথিদের বরণ করে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণে স্বাগত ভাষণ রাখেন ভ্যাটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীলেখা রায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর স্মিতা মল এম এস প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য ভিত্তিক এই জাতীয় আলোচনা চক্রকে সফল করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন এই ধরনের আলোচনা চক্র সময় উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।ওয়ার্কিং সেশনে শিশু সারথির অম্বালিকা সেনাপতি অ্যাক্সেসিবেল বিল্ট এনভায়রনমেন্ট এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রত্যেক দপ্তরের আধিকারিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনার উদ্দেশ্যটি তার পূর্ণতা লাভ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে

আরবান ডিপার্টমেন্ট, আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, পি ডব্লিউ ডি, আর ডি, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এবং হাউসিং বোর্ডের বিভিন্ন আধিকারিকরা আলোচনা চক্রে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন। শেষে ডেপুটি কমিশনার অফ ডিজেবিলিটি অচিন্তম কিলিকদার ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা চক্রের সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ডিমাতলীর চন্দ্রপুরে মিলন মেলা ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লক এলাকার ডিমাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রপুরে পর্যটন ও মিলন মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে ,আগামী ১০ই ডিসেম্বর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বলে জানা যায়, এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ রাজনগরের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার ও অন্যান্য অতিথিগন ,মেলা উপলক্ষে সোমবার রাজনগর ব্লকের কনফারেন্স হলে মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদারের পৌরোহিত্যে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ ব্লক আধিকারিক সৈকত সাহা ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ এছাড়াও থাকবে বেসরকারি প্রদর্শনী মন্ডপ ও দোকান,তিন দিনব্যাপী এই মেলায় থাকবে রাজ্য এবং বহিরাজ্যের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই মেলাকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, মেলাকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সার্থক করে তুলতে সকলের সহযোগিতার পাশাপাশি তিন দিনব্যাপী রাজ্যবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার।

কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জলের মেশিন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মোহনপুর মহকুমার গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহকারী জলের মেশিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন জেলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য।

গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিশোধিত পানীয় জলের সরবরাহকারী মেশিন উদ্বোধন করে তার পরিষেবা নেওয়ার জন্য উপস্থিত রোগীদের প্রতি আহবান করলেন জেলা সভাপতি।

তিনি বলেন ২৪ ঘন্টা বাজার থেকে জল কিনে আনা সম্ভব হয় না রোগীদের পক্ষে। এছাড়াও কখনো গরম আবার কখনো স্বাভাবিক জলের প্রয়োজন হয় রোগী এবং চিকিৎসকদের। এই চাহিদা পূরণ করতেই কাতলামারা এবং গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের এই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রকল্পের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন রিনা দেববর্মা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সমেত অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন দুই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের পাশাপাশি রোগীদের খোঁজখবর নিলেন সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য।

তিন দিনব্যাপী চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিসেনথিমাম গিল্ডের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও ২৫ ডিসেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী চন্দ্রমল্লিকা ফুলের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিবসীয় প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় চন্দ্রমল্লিকার বিভিন্ন প্রজাতির সমাবেশ দর্শক ও পুষ্পপ্রেমীদের এবারেও বিমোহিত করবে বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেছেন। সকল ফুলচাষীকে তাঁদের চন্দ্রমল্লিকার সম্ভার নিয়ে প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য গিল্ডের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা পৃথিবী জুড়েই পঁচিশে ডিসেম্বর 'চন্দ্রমল্লিকা দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়। এই দিনটিকে উদযাপন করার লক্ষ্যেই প্রতি বছর ত্রিপুরা ক্রিসেনথিমাম গিল্ড তিন দিনের এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। সকল পুষ্পপ্রেমীদের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য গিল্ডের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পৌষ মেলার দাবিতে বিশ্বভারতীর গেটের তালা ভেঙে বিক্ষোভ

শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) পৌষমেলার দাবিতে বিক্ষোভ বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ ও ব্যবসায়ী সমিতির। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনের বলাকা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে চলে বিক্ষোভ। যদিও, কার্যালয়ে ছিলেন না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ কর্মসচিব। প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যৌথ ভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা।সোমবারই কর্মসমিতির বৈঠকের পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট জানিয়ে দেয় ইচ্ছা থাকলেও এ বছরও পৌষমেলার আয়োজন করা যাচ্ছে না। কারণ হিসাবে দেখানো হয় সময়ের অভাব এবং অনলাইন সংক্রান্ত কাজের জটিলতাকে। তার আগে পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে ছোট করে পৌষমেলার আয়োজন হবে বলে জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে।মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা চলে। গেটের সামনে বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।তাতে আরো ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন এলাকা। বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ, বোলপুরের ব্যবসায়ী সমিতি এবং হস্তশিল্প সমিতির সদস্যদের লাগাতার বিক্ষোভে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাওয়ার বলাকা গেটে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারী দের ধস্তাধস্তি করতে দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রকল্পগুলি অন্তিমব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। সরকারজনগণের মৌলিক অধিকারপূরণেদায়বদ্ধ।জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণেরলক্ষ্যেই বিকশিতভারতসংকল্পযাত্রা ও প্রতিঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানেরসূচনা হয়েছে।সমাজেরপ্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তিও যাতেসরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগপায় তা নিশ্চিতকরতেই এই দুইকর্মসূচির সূচনা হয়েছে। আজ এই দুইকর্মসূচিতেআগরতলা পুরনিগমেরকার্যালয়প্রাঙ্গণে পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের শিবিরের উদ্বোধন করেমুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিকসাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানেমুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্নফ্ল্যাগশিপপ্রকল্পের সুবিধা সমস্ত অংশেরমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ারলক্ষ্যেসরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানেমুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিকসাহা বলেন, গ্রাম ও শহরএলাকার অনেক মানুষই কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপপ্রকল্পসহ বিভিন্নসরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা সম্পর্কেঅবহিতনন। বিকশিতভারতসংকল্পযাত্রায়রাজ্যে ১৬টি ভ্রাম্যমানপ্রচার গাড়ি আসবে।ইতিমধ্যেই ৩টি ভ্রাম্যমানপ্রচার গাড়ি রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এ সমস্ত ভ্রাম্যমানপ্রচার গাড়ি রাজ্যেরগ্রামীণ ও শহরএলাকার বিভিন্নজনপদেসরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতনক রতেসহায়কভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পুরনিগমের কর্পোরেটরদেরও সরকারি প্রকল্প সম্পর্কেমানুষকে সচেতনকরতেউদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, স্বচ্ছভারতঅভিযান, আয়ুমানভারত, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনা, জলজীবন মিশন, স্কিলইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনা, ডিজিটালইণ্ডিয়ারমতো জনমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কেসাধারণ মানুষকে আরওসচেতন করতেহবে। সাধারণমানুষ এ সমস্ত প্রকল্প থেকে উপক'ত হলেই প্রকল্প রূপায়ণেসার্থকতা আসবে। অনুষ্ঠানেমুখ্যমন্ত্রী আরওবলেন, রাজ্যেরজনগণের জীবনযাত্রারমান উন্নতকরতেসরকার কাজ করছে। নগরএলাকারজনগণকেপরিষেবা প্রদানেকর্পোরেটরদের আরওসদর্থকভূমিকা নিতেহবে।মানুষেরঅধিকার সুরক্ষিতরাখা সরকারেরঅন্যতম দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানেআগরতলা পুরনিগমের মেয়রদীপকমজমদারবলেন, আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগেইতিমধ্যেউত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ জোনাল ভিত্তিক এ ধরনের শিবিরসম্পন্নহয়েছে। এই শিবিরগুলি থেকেপ্রায় ৩ হাজারনাগরিক বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণকরেছেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টসমাজসেবী রাজীবভ-াচার্য।স্বাগত বক্তব্য রাখেনআগরতলা পুরনিগমেরকমিশনার ডা. শৈলেশকুমারযাদব। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সুবিধাভোগী শিল্পী চক্রবর্তী ও সুদীপদাস।অনুষ্ঠানেমুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিকসাহা প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায় স্ট্রিট ভেণ্ডার সুদীপদাসেরহাতে ৫০ হাজার ও বিমলা দাসেরহাতে ২০ হাজারটাকার চেক তুলে দেন।তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায়তপনসাহা ও উত্তম দেবনাথেরহাতে স্ট্রিট ভেণ্ডারেরপরিচয়পত্রতুলে দেওয়া হয়। শিবিরে আয়ুমানভারত-জনআরোগ্য যোজনায় নিবারণ দেবনাথেরহাতে আয়ুমানভারত কার্ড তুলে দেওয়া হয়। ই-শ্রম কার্ড দেওয়া হয় দীপ্তি কর্মকারদত্ত ও সুশীলদাসকে।

উল্লেখ্য, শিবির উপলক্ষেপুর নিগম কার্যালয়প্রাঙ্গণে বিভিন্নদপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরপরমুখ্যমন্ত্রী সহঅন্যান্যঅতিথিগণপ্রদর্শনী স্টলগুলির উদ্বোধন করেন। শিবিরেপুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনেরনাগরিকদের কাছ থেকে ২৬৪টি পিআরটিসি, ২৪টি এসসি, ১২টি ই-শ্রম, ৩৩টি ওবিসি, ৬টি এসটি, ৪২টি ম্যারেজ, ১০টি আয়ুমান কার্ড, ৪২টি আভা কার্ডের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য আবেদনপত্রগ্রহণকরা হয়। এছাড়া ৪ জনের কাছ থেকেসামাজিক ভাতারআবেদনপত্রগ্রহণকরা হয়। শিবিরেআগরতলা পুরনিগম থেকেআরওআর ও ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়। শিবিরে ৫৫ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেপ্রয়োজনীয়ঔষধ দেওয়া হয়।উদ্যানপালন ও ভূমিসংরক্ষণদপ্তর থেকে ১০০ জনকে লেবুরচারা দেওয়া হয়েছে।মৎস্যদপ্তর থেকে ১ জন মৎস্যজীবীকেআইস ব' ও ২ জন মৎস্যজীবীকেমাছেরখাদ্য দেওয়া হয়।প্রাণীসম্পদ বিকাশদপ্তর থেকে ৩৮ জন প্রাণীপালককেঔষধ দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানেআগরতলা পুরনিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিলারগণ, কর্পোরেটরগণছাড়াও অতিরিক্ত কমিশনার মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, সহকারি কমিশনারতরুণকান্তি সরকারপ্রমুখউপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেসভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যানরত্না দত্ত।

চলচ্চিত্র উৎসবে এই প্রথমবার সিলভার স্ক্রিন এবং মাল্টিপ্লেক্সেও ফিল্ম দেখার সুযোগ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই প্রথমবার সিলভার স্ক্রিন এবং মাল্টিপ্লেক্সেও ফিল্ম দেখানো হবে। নন্দন-সহ শহরজুড়ে ২৩টি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে ছবি। সুতরাং শহরের যে কোনও প্রান্তেই এ বার ফিল্ম দেখার সুযোগ রয়েছে সিনেপ্রেমীদের।এ বছর ১৫৯০টি ছবি জমা পড়েছিল। প্রতিযোগিতা বিভাগে দেখানো হবে ৭২টি ছবি (ফিচার ফিল্ম), ৫০টি শর্ট ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি। প্রতিযোগিতা-বহির্ভূত বিভাগে (নন কম্পিটিশন ক্যাটাগরি) আছে ৯৭ টি ছবি। ৩৯টি দেশ থেকে ছবির মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে এ বার। তার মধ্যে দেখানো হবে মোট ২১৯টি ছবি।

এ বার বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে দেখানো হবে সাতটি বাংলা ছবি- ''মন পতঙ্গ'', ''বিজয়ার পরে'', ''আবার আসিব ফিরে'', ''বনবিবি'', ''অনাথ'', ''অসম্পূর্ণ'', ''মাতৃপক্ষ''।দেব আনন্দ ভক্তদের জন্যও রয়েছে তাঁর সাতটি ফিল্ম - ''সাজা'', ''জনি মেরা নাম'', ''গাইড'', ''জুয়েল থিফ'', ''জিৎ'', ''সিআইডি'', ''বাজি''। রয়েছে খেলা বিষয়ক এবং পরিবেশ বিষয়ক ছবিও। উৎসব চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।মঙ্গলবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় সলমন খানকে। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন টলিউডের অভিনেতা দেব। এ দিন উপস্থিত অতিথিদের ও প্রবীণ তারকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দল । তাঁরা যে গানে নৃত্য পরিবেশন করেন, সেই গানের কথা ও সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও এ দিন চলচ্চিত্র উৎসবের সিগনেচার অডিয়ো-ভিস্যুয়ালে মঞ্চে কোমর দোলান সলমন, সোনাক্ষী, শত্রুঘ্ন, অনিল কাপুর-সহ অন্যান্য তারকারা। তাঁদের সঙ্গ দেন মুখ্যমন্ত্রীও।

বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার সন্ত্রাসবাদী

চন্ডিগড়, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : পঞ্জাব পুলিশ অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে পাকিস্তানে নিহত খালিস্তান লিবারেশন ফোর্সের সন্ত্রাসবাদী লক্ষবীর সিং রোদের সহযোগী পরমজিৎ সিং ধাদিকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে বিমানে করে ইংল্যান্ডে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল ধাদি। পাঞ্জাব পুলিশ মঙ্গলবার জানিয়েছে, পরমজিৎ সিং ধাদি ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনের নেতা ছিল লক্ষবীর সিং রোদে। পাকিস্তানে দুদিন আগে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই সংস্থাকে তহবিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিত পরমজিৎ।পুলিশ জানিয়েছে, পরমজিৎ ভারতে আসার পর সে অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল।

পরিষেবা

আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরু, কলকাতা, দিল্লী, গৌহাটি, ইম্ফল ও শিলং রুটে সরাসরি ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া ও আকাশা-র ওই বিমানগুলি পরিষেবা দিচ্ছে।

আত্মহত্যা

অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বিলোনিয়া হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছেন। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। জি বি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনিয়ার বাঁশ পাড়া কলোনী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন পৃথ্বীশ দত্ত(৩৪)। একবছর পূর্বেও সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত ছিলেন তিনি। আজ তিনি আত্মহত্যার এক ঘণ্টা আগে সামাজিক মাধ্যমে একটি স্যুইসাইড নোট রেখে এই মৃত্যুর জন্য তাঁর মা-কে দায়ী করেছেন। এদিকে, খবর পেয়ে বিলোনিয়া হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ চক্রবর্তী সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। পৃথ্বীশ দত্ত বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দাবি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সারা রাজ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় পঠনপাঠন হোঁচট খাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ খারিজ করে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।মোট শূন্যপদের সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের কাছে রাজ্যের মোট শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা তুলে ধরে এদিন ব্রাত্যবাবু দাবি করেছেন, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকস্তরে রাজ্যের মোট শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা মাত্র ৭৮১টি।

মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষকদের শূন্যপদের তথ্য দেন। তার পর সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান,''উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকের শূন্যপদ মাত্র ১৩টি। একইভাবে মাধ্যমিক স্তরে ২৮টি, আপার প্রাইমারিতে ৪৭৩টি, প্রাইমারিতে ২৬৭টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। রাজ্যে মোট শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা ৭৮১টি।'' একই সঙ্গে তাঁর দাবি, "বিজেপি সম্প্রতি হিসেব দিচ্ছিল রাজ্যে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা নাকি ৩ লাখ! সেটা সম্পূর্ণ ভুয়ো, ভ্রান্ত।''চাকরির আশায় ধরনামঞ্চে বসে কয়েক হাজার নিয়োগপ্রার্থী। বিরোধীরা অভিযোগ করেছে, তাঁদের নিয়োগ দিতে চায় না রাজ্য সরকার। চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত কেড়েছে শাসকদল। কিন্তু সেই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এ দিন জানিয়ে দিলেন, আন্দোলনকারীদের নিয়োগ দিতে চায় রাজ্য। তাঁদের জন্য নতুন পদ তৈরি করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বাকি শূন্যপদের জন্য আদালত যেভাবে বলবে সেই ভাবে শূন্যপদ পূরণ করা হবে। নতুন কর্ম সংস্থানও আদালতের নির্দেশ সাপেক্ষে হবে। পর্ষদের সঙ্গে রাজ্য এব্যাপারে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রাখছে।''

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অভিযোগে গত বছর থেকে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেলে রয়েছেন প্রাক্তন সংসদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সহ শিক্ষা দফতরের একাধিক প্রাক্তন পদস্থ আধিকারিক। অন্যদিকে চাকরির দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে চাকরিপ্রার্থীরা।

সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ মামলা ফিরেছে কলকাতা হাইকোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে গঠিত হয়েছে বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি করা শুন্যপদের সংখ্যা ঘিরে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

স্মার্টফোনের দাবীতে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাওয়ার জের, অঙ্গনওয়াড়ীকর্মীদের বদলির হুমকি

দুর্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) অপুষ্টি মোকাবিলায় ভারত সরকার 'পোষণ অভিযান' চালু করেছে। আর ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন, ডাটা রিচার্জের টাকা এবং ইনসেন্টিভ দেওয়ার উদ্যোগী হয়। কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও, রাজ্যের উদাসীনতায় গত তিনবছর ধরে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের স্মার্টফোনই দেওয়া হয়নি। আর তার জেরে লাটে উঠেছে ''পোষণ অভিযান''। স্মার্টফোনের দাবীতে সরব হয়ে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাওয়ায় বদলির হুমকি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। আধিকারিকদের চোখরাঙানিতে আতঙ্কে অঙ্গনওয়াড়ীকর্মীরা। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা কল্যান সমিতি ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে ভারত সরকার শিশু অপুষ্টি মোকাবিলায় 'পোষণ অভিযান' চালু করে। যা জাতীয় পুষ্টি মিশন (এনএনএম) নামেও পরিচিত। স্মার্টফোনে পোষণ অ্যাপে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, সুপারভাইজার, সিডিপিও ও ডিপিও সকলের নম্বর রেজিষ্টার থাকবে। তাতে দৈনিক শিশু ও প্রসুতি মায়েদের উপস্থিতি, খাবার কি দেওয়া হল সব আপলোড করতে হবে। মাসে একবার শিশুদের শারীরিক বিকাশের তথ্য, সেন্টারের পরিকাঠামো তথ্য আপলোড করতে হবে। অতীতে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হত। অর্থাৎ, অঙ্গনওয়াড়ীগুলিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

''পোষণ অভিযান''-এর কাজ বাস্তবায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন, ডাটা রিচার্জের টাকা এবং ইনসেন্টিভ দেওয়ার উদ্যোগী হয়। জানা গেছে, তাতে কেন্দ্র সরকার ৬০ শতাংশ টাকা দেবে ও রাজ্যগুলি ৪০ শতাংশ টাকা দেবে। সেই মতো সারা ভারতবর্ষজুড়ে কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারত বর্ষের ৩৬ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৫ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্মার্টফোন দেওয়া হয়ে গেছে। এমনকি স্মার্টফোন কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার বরাদ্দকৃত অর্থও পেয়েছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়া বিশবাঁও জলে। শুধু তাই নয়, স্মার্টফোন না দিয়ে পোষণ অ্যাপে কাজ করাতে বাধ্য করানো হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ীকর্মীদের।

AFFIDAVIT

I Nibha Paul Malla, W/o- Nepal Chandra Malla, 38, Gurkhabasti Purbansha, Agartala PO-Kunjaban, P/S-NCC, Agartala West Tripura, Do here by declare that I have changed my name from Nibha Paul Malla to Nibha Malla and hence faith I Shall be known as Nibha Malla in all purpose. Vide Affidavite No R5493001 Sworn before the Notary Public at Agartala on date 23rd November Nibha Malla and Nibha Paul Malla both are same and one identical Person.

Sd/-
Nibha Malla

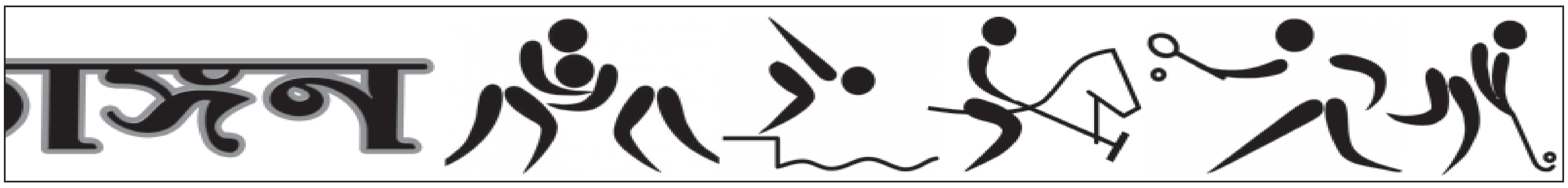

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ থেকে ওড়িশার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। শেষ প্রস্তুতি সেরে নিলো ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওড়িশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়াতে বদ্ধপরিকর ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। তা মাথায় রেখেই শেষ প্রস্তুতি সেরে নিলো দেবজ্যোতি পাল-রা। অসমের মঙ্গলদৈ-এ বুধবার থেকে শুরু হবে তিন দিনের ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ইনিংসে পরাজিত হয়েছিলো ত্রিপুরা। ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো দুদিনেই। ওই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তাই অনুশীলনে ব্যাটসম্যানদের উপরই বেশী জোড় দিচ্ছেন ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। মঙ্গলবার প্রায় ৩ ঘন্টা অনুশীলন করে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে নেটে দীর্ঘসময় অনুশীলন করে ক্রিকেটাররা। আজ টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ফিল্ডিং নেবে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে সকালের স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ার ফায়দা নিতে পারে জোরে বোলাররা। ত্রিপুরার হয়ে গোড়াপত্তন করবে আকাশ সরকার এবং অর্কজিৎ সাহা। জোরে বোলারদের মধ্যে দলে থাকবে দ্বীপ দেব, রিয়াদ হুসেন এবং সুজিত ঋষি দাস।

স্পিনার হিসাবে থাকহে নীতিশ কুমার সাহানি। ত্রিপুরা দলের সহকারি কোচ সুবল চৌধুরি বলেন, 'ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাড়াতে প্রস্তুত প্রতিটি ক্রিকেটার। আশাকরি তামিলনাড়ু ম্যাচের মতো হতাশ করবে না ছেলেরা। ভালো খেলবেই'।

বিজয় হাজারে : শেষ ম্যাচে পন্ডিচেরি জয় হলেও মূলপর্ব অধরা ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-১৬০(৪৭.৩) পন্ডিচেরি-১৩৫(৪০.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। বিক্রম দেবনাথের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। ২৫ রানে পরাজিত করলো পন্ডিচেরি কে। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া ১৬০ রানের জবাবে পন্ডিচেরি ১৩৫ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার বিক্রম দেবনাথ প্রথমে ব্যাট হাতে ৭৫ রান করার পর বল হাকে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। ৭ ম্যাচ খেলে ৪ টি ম্যাচে জয় পেয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করলেন মণিশঙ্কর মুড়াসিং-রা। ম্যাচটি নিয়ম রক্ষার হওয়ায় মঙ্গলবার রিজার্ভ ব্যাঞ্চের বেশ কয়েকজনকে দেখে নেওয়ার জন্য প্রথম একাদশে খেলান ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিন

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	ড্র	গড়	প:
মুম্বাই	৭	৫	২	০	১.৯৫২	২০
কেরালা	৭	৫	২	০	১.৯১৬	২০
ত্রিপুরা	৭	৪	৩	০	০.৪৮৫	১৬
রেলওয়েজ	৭	৪	৩	০	০.১৯৪	১৬
সৌরাষ্ট্র	৭	৪	৩	০	০.০০৪	১৬
ওড়িশা	৭	৪	৩	০	-০.১৮৭	১৬
পন্ডিচেরি	৭	২	৫	০	-১.০২৮	৮
সিকিম	৭	০	৭	০	-৩.২২১	০

জয় পাওয়ায় রণজি আসর শুরু হওয়ার আগে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিলেন রজত দে-রা। আসরে ত্রিপুরার অধিনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা-কে অতিতের ছায়া মনে হয়েছে। ১ টি ম্যাচে ৩৪ রান করলেও বাকি ৬ ম্যাচে ইকছুই করতে পারেননি ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওই উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যানটি। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শুরু থেকেই খাদের কিনারায় পৌঁছে যায় ত্রিপুরা। দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। মিডল অর্ডারে অলরাউন্ডার বিক্রম দেবনাথ যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ত্রিপুরার স্কোর ১০০ রানের গন্ডি হয়তোবা পার হতো না। ত্রিপুরা ৪৭.১ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। দলের পক্ষে বিক্রম দেবনাথ ১০০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে অর্জুন দেবনাথ ৪৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, মণিশঙ্কর মুড়াসিং ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং সুদীপ চ্যাটার্জি ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। পন্ডিচেরীর পক্ষে গৌরব যাদব ২৩ রান দিয়ে ৩ টি, নীতিন পণভ ভি ১৫ রান দিয়ে এবং ফাবিদ আহমেদ ৩৫ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় পুদুচেরী। দলের পক্ষে ওপেনার আকাশ কারঘাবে ৭৭ বল খেলে ৬ টি বাউউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ এবং আকাশ ৪৮ বল খেলে ২ টি বাউউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে মণিশঙ্কর মুড়াসিং ২৩ রানে, বিক্রম দেবনাথ ২৬ রানে ৩ টি করে এবং অভিজিৎ সরকার ২৬ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন।

রাজ্য জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্টে এনন্টি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।।আগামী ১০ ও ১৭ ডিসেম্বর জুনিয়র স্টেট মিট টেনিস ও অরুনকান্তি ভৌমিক মেমোরিয়াল স্কুলভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতা মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজ, মঙ্গলবার ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের এক কার্যকরি কমিটির সভায় এই দুটো টুর্নামেন্টের দিনক্ষন স্থির হয়। প্রতিযোগিতায় খেলতে ইচ্ছুক প্লেয়াররা আগামী ৮ ই ডিসেম্বর এর মধ্যে চিন্ময় দেববর্মার কাছে নাম জমা দিতে বলা হচ্ছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : এলিট গ্রুপ-ডি*

দল	ম্যা:	জ:	প:	ড্র	গড়	প:
তামিলনাড়ু	১	১	০	০	৫.৭২০	৪
বিদর্ভ	১	০	০	১	৪.৩৪০	৩
অন্ধ্র	১	০	০	১	০.৯১৪	৩
মুম্বাই	১	০	০	১	১.০৯৩	১
ওড়িশা	১	০	০	১	০.২৩০	১
ত্রিপুরা	১	০	১	০	০.১২৫	০

জেনারেল বডি ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন্দনীয় : টিসিএ-র নির্বাচিত সম্পাদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট বহুযোজন পিছিয়ে গেছে আর সেটা হয়েছে মূলতঃ পরিচালনগত দক্ষতার অভাবে ও ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতির একগুঁয়েমির কারণে। ঠিক এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সম্পাদক তাপস ঘোষ টিসিএ-র বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ক আরও কিছু ব্যক্ত করেন। আজ, মঙ্গলবার বিকেলে শহরস্থিত ওনার নিজস্ব চেম্বারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। টিসিএ ওয়ান এজেন্ডা নিয়ে আহুত সাধারণ বৈঠকে জেনারেল বডি ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে খুবই অসময়োচিত, অযাচিত এবং নিন্দনীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা এহেন ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা কোনভাবেই রাজ্য ক্রিকেটের মঙ্গল বা উন্নতি চায় না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের মনোবল তলানিতে নিয়ে যাবে বলে ওনি মনে করেন। এমনিতেই রাজ্য চলতি মরশুমে জাতীয় ক্রিকেটের আসরে আশাপ্রদ ফলাফল করতে পারছে না।

এক দুটো ম্যাচ বিক্ষিপ্তভাবে জিততে পারলেও বেশিরভাগ ম্যাচই বিশ্রী ভাবে হারছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তিনি বলতে চেয়েছেন, ত্রিপুরার উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধ বিগত ৩ আগস্ট এর নির্দেশমূলে পাঁচজন পদাধিকারীকে এক হয়ে রাজ্য ক্রিকেটের উন্নতিকল্পে কাজ করতে বলেছিলেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অম্বুডসম্যান, এথিক্স অফিসার এবং সিইও নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আজ অব্দি তা নিয়োগের কোনও খবর নেই। তাছাড়া, নির্দেশ ছিল ৯ আগস্ট সাধারণ সভা ডাকতে হবে এবং সেই সাধারণ সভার আলোচ্য সূচী সংস্থার সভাপতি ও সচিব মিলে চূড়ান্ত করবেন।

কিন্তু সচিবকে এড়িয়ে সভাপতি ও যুগ্ম সচিব মিলে সাধারণ সভার আলোচ্য সূচি চূড়ান্ত করেন, যা মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরিপন্থী। ৯ আগস্টের সাধারণ সভায় সভাপতি ও কিছু উঠকো লোক ঠুনকো কারণে উনাকে অযোগ্য ঘোষণা করে দেয় বলে তিনি ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়গুলো মাননীয় উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। আগামী ১৮ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। উল্লেখিত মামলায় তহবিল তছরুপের অভিযোগে মাননীয় উচ্চ আদালত বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট গঠনের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিট গঠনের পর তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। বিশেষ তদন্তকারী দলকে আগামী ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে মাননীয় উচ্চ আদালতের নিকট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

তাছাড়া, এপেক্স কাউন্সিল ভঙ্গ করা ও সিট গঠনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আরও একটি মামলা মাননীয় উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১১ ডিসেম্বর ধার্য রয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু বিষয় যখন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ঠিক তখনই সংস্থার জেনারেল বডি ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া নিঃসন্দেহে আদালত অবমাননার সামিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান পরিচালকগণ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আগাম সম্মতি না নিয়েই বিজ্ঞপ্তি মূলে কার্যকর করেছে। এটাও আদালত অবমাননার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বলে তিনি জানিয়েছেন।

এর দায়ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কমিটি, উচ্চ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার, টি সি এ-র সভাপতি এবং জেনারেল বডির সদস্যদের কাঁধে বর্তাবে বলে তিনি ব্যক্ত করেছেন। সব মিলে রাজ্য ক্রিকেট অতল গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি তা রক্ষার্থে স্লিষ্ট শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

৬ উইকেট, ৮৬ রান ময়ূখ চৌধুরীর আরসিসি-কে হারালো এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ময়ূখ চৌধুরী দুর্দান্ত। একাই পেয়েছে ৬ উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়েও দুর্ধর্ষ। ৬৮ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ৮৬ রান। বিশেষ করে ময়ূখের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে এনএসআরসিসি প্রত্যাশিত সাফল্য না পেয়ে পরাজয় স্বীকার করেছে। সহজ জয় পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। হারিয়েছে এনএসআরসিসি-কে। তাও ৭ উইকেটের ব্যবধানে। ময়ূখ, দ্বিগবিজয়দের বোলিংয়ে এনএসআরসিসি টস জিতে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। জবাবে এগিয়ে চলো সংঘ ৩০.১ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে ময়ূখ চৌধুরী ১৮ রানে ৬ উইকেট দখল এবং অপরাজিত ৮৬ রান সংগ্রহ করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। আরসিসি-র সায়ন্তন করের ৪১ রান ও যুবরাজ রাঠোর-এর ২১ রান উল্লেখ করার মতো।

NOTIFICATION

Tribal Research & Cultural Institute, Government of Tripura will organize a Felicitation Programme very shortly for the ST persons of Excellence in different fields like Sports, Culture & Literature at National & International Level from 2022-23 to up to date.
The interested ST persons of Excellence of Tripura are hereby requested to submit their application as per prescribed format with valid documents to this office directly or mail to us dir.trei-tr@gov.in by 20" December, 2023 upto 5:30 PM positively. No applications will be entertained after last date.
The prescribed format may be downloaded from the website of Tribal Research and Cultural Institute of Tripura i.e. www.trci.tripura.gov.in

ICA/D-1373/23

(A.H. Jamatia, TCS SSG)
Director,
Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura

PNieT No.: 33/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24, Dated. 27.11.2023
The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, on behalf of the 'Govemor of Tripura', invites online percentage rate -e-tender for the following works:
1. Construction / renovation work of Integrated Public Health Laboratory (IPHL) under PM-ABHIM at District Hospital, Tepania, Gomati District.
E/ Cost: Rs/- 51,69,28.62, E/Money: Rs/-1,02,189.00, Time : 120 days.
DNleT No: 122/NIT/SE-II/B/2023-24
Bid Fee of 4000.00 only (Non Refundable) .
Last Date & Time for Document Downloading & bidding - 19.12.2023 up to 15.00Hrs
The Time & Date of opening of bids - 20.12.2023 at 11.00 Hrs. if possible
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3456/23

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD (R&B) Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 16/EE/LTV/PWD/M/2023-24 Dated. 29/1 1/2023
The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhajai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i), DNIe-T No:-28/DNIT/SE,.V/AMB/2023-24
E/C:- Rs/- 35,47,644.00 E/M:-Rs/- 70,953.06 Time/Period :- 90 (ninety) days
ii). DNTe-T No:- 29/DNIT/SE-V/AMB/2023-24
E/C:- Rs/- 44,36,346.60 E/M:- Rs/-88,727.00 Yime/Period :- 90(ninety) days
iii). DNIe-T No:- 30/DNIT/SE-V/AMB/2023-24
E/C:- Rs/- 2, 48,62,769.00 E/M:- Rs/- 97,255.00 Time/Period :- 90(ninety) days
iv). DNIe-T No:- 36//EE/LTV/PWD(R&B)/M/2023-24
E/C:- Rs/- 2. 22,30,302.00 E/M:- Rs/-2. 44,606.00 Time/Period :- 90(ninety) days
Last date & time for online Bidding:- 20/12/2023 upto 3.00 P.M/ Bid Fee:- 2.1,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal https:/tripuratenders.gov.in

ICA/C-3450/23

(For & on behalf of the of Tripura)
h/e/ BY 0/23 or & on behalf of the
Governor of Tripura'
PWD(R&B) Manu Dhalai,

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXVII/EE/RD/STB/2023-24, Dated- 02/12/2023
On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 19/12/2023 for 03 (Three) Nos Construction work & 01 (One) No Upgradation work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862350760. Any subsequent corrigendum will be available in the website

ICA/C-3445/23

RD Santirbaza DiVIIlsion
Santirbazar, South Tripura

আসন্ন আইপিএল 'মিনি' নিলামে নাইটদের লক্ষ্য হতে পারে এই তিন ক্রিকেটার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ শুরু হতে বাকি এখনও কয়েকমাস। বোর্ড সূত্রে খবর, মার্চের শেষ বা এপ্রিলের প্রথমে শুরু হতে পারে আইপিএল। কিন্তু এখন সকলের আগ্রহ ১৯ ডিসেম্বরের 'মিনি' নিলাম। এবার মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইতে বসতে চলেছে আসর। নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলি দল গোছাতে ব্যস্ত থাকবে। নিলামে অংশ নেওয়ার আগে সব দলই জমা করেছে নিজেদের রিলিজ-রিটেনশন তালিকা।

গত বার নিলামে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর ফলে গতবার দলগঠনে ভারসাম্যের অভাব চোখে পড়েছে। এর ফলে দলেরপারফর্ম্যান্স খারাপ হয়েছে। সপ্তম স্থানে লীগ শেষ করতে হয়েছে। এবার আর ভুলত্রুটি রাখতে চান না মালিক শাহরুখ খান। আটঘাট বেঁধেই নিলামে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার বেশ কয়েকজন নামী খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়ায় পুষ্ট হয়েছে কেকেআরের 'অকশন পার্স।' এবার ট্রফিজয়ের জন্য এই তিন ক্রিকেটারকে নিশানা করছে।

প্যাট কামিন্স:
আগামী আইপিএলে শক্তিশালী দল গড়তে গেলে ফাস্ট বোলারের দিকে নজর দিতে হবে কলকাতার। গতবারের বোলিং ইউনিট থেকে ছেঁটে ফেলেছেন লকি ফার্গুসন, টিম সাউদী, উমেশ যাদব, শার্দুল ঠাকুরের মত ক্রিকেটারকে। ১৯ ডিসেম্বরের নিলামে তাদের লক্ষ্য অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।
এর আগেও নাইট রাইডার্স জার্সিতে খেলেছেন কামিন্স। ২০২০ মরসুমে তাঁর জন্য ১৫.৫০ কোটি টাকা খরচ করেছিল কলকাতা। ২০২২-এর মেগা নিলামেও কামিন্সের জন্য ৭ কোটি ২৫ লক্ষ খরচ করেছিল নাইট শিবির।

ফিল সল্ট:
এবার কলকাতা তাদের স্কোয়াডে নিতে পারে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার ফিল সল্ট'কে। ধুন্ধুমার ব্যাটার সল্ট। গত মরসুমে দিল্লী ক্যাপিটালস জার্সিতে খেলে নজর কেড়েছিলেন। সল্ট যোগদান করলে জেসন রয় ও রহমানুল্লাহ গুরবাজের সাথে একজন ওপেনিং বিকল্প'ও যুক্ত হবে স্কোয়াডে।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই:
'মিনি' নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর পছন্দ আফগানিস্তানের ক্রিকেটার আজমাতুল্লাহ ওমরজাই'কে।এবার বিশ্বকাপের আসরে দারুন খেলেছেন ওমরজাই। তাছাড়া ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগেই অনবদ্য পারফর্ম করেছেন বিশ্বকাপে।
বিশ্বকাপে ৮ ইনিংস খেলে ৭০.৬০ গড়ে তিনি করেছেন ৩৫৭ রান। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্ধশতক'ও। বল হাতে তিনি নিয়েছেন ৭ টি উইকেট। আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের পারফর্ম্যান্স নজর কেড়ে নিয়েছে বিশেষজ্ঞদের ।তাই নাইটদের লক্ষ্য তার ওপর।

NOTICE INVITING E-TENDER

NIT NO: - NIT/DGM/ED-KCP/11 DATED.30-11-2023

1.	Name of work:-	Estimated Cost	Earnest Money	Tender Fee	Completion period
1.	Extention of 11kv line with 3-core 120 sq.mm. XLPE UG Cable for Phuldangsai innovative water supply project, Jampui Hill within the jurisdiction of Electrical Sub-Division Vanghmun	1585704.00	31714.00	4000.00	60 (sixty) days

Last date and time for document download and bidding up to 4.00PM on 06-12-2023.
The date and time for opening of bid at 12.15 PM on 07-12-2023.

More details can be seen in https://tripuratenders.gov.in and www.tsecl.in from 01-12-2023.

ICA/D-3439/23

Dy. G.M
ED-Kanchanpur
Kanchanpurr, North, Tripura

ক্রিকেট কোচিংয়ের পাশাপাশি মালিঙ্গা এখন গীতিকারও !

কলম্বো, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ২০২০ সালে খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর মালিঙ্গা এখন কোচিং করান ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। এই শ্রীলঙ্কানের জীবন এখন ক্রিকেট ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে গানের ভুবনেও। মালিঙ্গা এখন গীতিকারও ! গীতিকার মালিঙ্গার প্রথম আত্মপ্রকাশ গতবছর তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মধ্য দিয়ে। তাঁরই লেখা গানের একটি মিউজিক ভিডিও চ্যানেলে বেজেছে তার ইউটিউবে। সিংহলিজ ভাষার 'পালামুয়ারাতা' শিরোনামে সেই গানে এক মডেলের সঙ্গে মালিঙ্গা নিজেই অংশ নিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আরেকটি" মালিঙ্গা মিউজিক প্লাস" নামে একটি চ্যানেল খুলেছেন। গত ১০ দিনে মালিঙ্গার লেখা ৩টি গান প্রকাশ পেয়েছে এখানে। এই তিনটি গানই মালিঙ্গার লেখা ।তিনি এসব জানিয়েছেন পেশাদারদের যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনের এক পোস্টে। এরই মধ্যে মালিঙ্গার লেখা ১৪টি গান নিয়ে 'লাইফ' নামে একটি অ্যালবাম বেরিয়েছে সিংহলিজ ভাষায়। এর মধ্যে 'দুরা দাক্কে না' (বহুদূরে) নামের গান হিন্দিতেও তৈরির কাজ চলছে। শ্রীলঙ্কার প্রতিভাবান একজন শিল্পী এটি গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সচিবালয়ে সুসজ্জিত ও অত্যাধুনিক ভিডিও কনফারেন্স হলের উদ্বোধন

ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করার কাজ দ্রুতগতিতে শুরু করেছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্য সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলটিকে সুসজ্জিত ও অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন করে সাজিয়ে তোলা ভিডিও কনফারেন্স হলটিতে আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা অত্যাধুনিক ও সুসজ্জিত এই ভিডিও কনফারেন্স হলটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর মুখ্যমী অত্যাধুনিক ও সুসজ্জিত এই ভিডিও কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সাথে ই-অফিস নিয়ে প্রথম সভা করেন। সে সময় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল, পূর্ত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিজিটাল ইণ্ডিয়া গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে তিনি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজ্য সরকার প্রধানমীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারের প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করার কাজ দ্রতগতিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি নানা পরিষেবাকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক কাজ দ্রতগতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরে ই-অফিস কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এরপর জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ই-অফিস চালু করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটা আনন্দের বিষয় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন জেলা অফিস, মহকুমা শাসক অফিস ও বিডিও অফিসে ই-অফিস কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এজন্য তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর সহ প্রতিটি দপ্তরের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমী। মুখ্যমী বলেন, রাজ্য সরকার ই-অফিস সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণেই প্রশংসনীয় কাজ করছে। রাজ্যে ই-অফিস কার্যকর করার ফলে জনগণ যেমন দ্রত পরিষেবা পাচ্ছেন তেমনি সময়ের পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ক্যাবিনেট ও বিধানসভার কাজকর্মও কাগজহীন করা হয়েছে। ফলে জনগণ আরও দ্রত পরিষেবা পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানে রাজ্য সরকার ভালো কাজ করছে। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালুর উপর রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরফলে রাজ্যের জনগণ অতিদ্রত পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার রাজ্যস্তরে ই-অফিস চালু করার পর জেলাস্তরে, মহকুমাস্তরে এবং ব্লকস্তরেও ই-অফিস চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা, সহকুমা ও ব্লকস্তরের অফিসে ই-অফিস চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

প্রতিবেশীর সঙ্গে মারধরে আহত এক, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর হালাই বস্তি চা বাগান এলাকায় মারপিটের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। এই ঘটনায় আজ কৈলাসহর থানা ও কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ওই এলাকার বাসিন্দা রাজু ছেত্রী নামে এক যুবক গতকাল রাত্রিবেলা ওই একই এলাকার বাসিন্দা বিপিন ভড় নামে এক ব্যক্তির দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিল।

তখনই আচমকা বিপিন ভর এসে অকারনে রাজু ছেত্রীর কানের মধ্যে সজোরে আঘাত করে বলে অভিযোগ। এতে তার কানের মধ্যে গুরুতরভাবে আঘাত লাগে। তারপর রাজু ছেত্রী তার নিজ ঘরে চলে আসে। পরবর্তী সময় রাজু ছেত্রীর স্ত্রী বিশ্বমতি দেববর্মা, তার স্বামীকে কেন মারল সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে আজ সকাল বেলা বিপিন ভরের বাড়িতে যায়। যাবার পরই নাকি বিপিন ভর বিশ্বমতি দেববর্মাকে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে বেধড়কভাবে মারধর করেছে।যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বিশ্বমতি দেববর্মা। উক্ত বিষয় নিয়ে আজ কৈলাসহর থানায় বিপিন ভরের বিরুদ্ধে রাজু ছেত্রী একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে রাজু ছেত্রীর স্ত্রী বিশ্বমতি দেববর্মা বিপিন ভরের বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে কি কারণে বিপিন ভর এভাবে রাজু ছেত্রী এবং তার স্ত্রীকে মারধুর করল তা এখনোও জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

সিপাহীজলায় সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলা পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী সিপাহীজলা জেলার প্রত্যেকটি রাজপথ এবং অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সড়ক সুরক্ষার প্রচার এবং লিফলেট বিলির পাশাপাশি সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় মঙ্গলবার সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্তের হাত ধরে। সিপাহীজলা জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিবহন আধিকারিক সুমন রক্ষিত, চিপস ভিহিকেল অফিসার দিবাকর দাস, জেলা ট্রাফিক অফিসার অমরজিৎ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সড়ক সুরক্ষার বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয় এবং শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া দুর্ঘটনা রোধ করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশন করা হয়।টিএসআরের ১১ তম বাহিনীর জোয়ানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় কিভাবে দুর্ঘটনা রোধ করা যায় তার মহড়া। আগামী তিনদিন ধরে গাড়ি সহযোগে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন অলিতে-গলিতে এবং রাজপথে সড়ক সুরক্ষা নিয়ে প্রচার এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন লিফলেট বিলি করা হবে বলেও জানান জেলা পরিবহন দপ্তর। তিন দিনব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচার গাড়ির সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি।

লোকসভা নির্বাচন

প্রস্তুতি শুরু প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসনের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস রাজ্যের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কংগ্রেসের সবকটি শাখা সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর অঙ্গ হিসেবে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আদিবাসী নেতৃত্বদের নিয়ে, আদিবাসী কংগ্রেসের মাসিক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় আগামীদিনে সাংগঠনিকভাবে আদিবাসী কংগ্রেসকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক দেববর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল, আদিবাসী নেতা শব্দকুমার জামাতিয়া সহ আরো অন্যান্য আদিবাসী নেতাগণ। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির ওপর নেতৃবৃন্দ এদিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নাবালিকা কুমারী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর।। এক শিশু সন্তানের জন্ম দিল ১৪ বছরে এক কুমারী মা। এই ঘটনায় সারা ধর্মনগর জুড়ে তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। সদ্যজাত শিশুটিকে গ্রহণ করতে নারাজ নাবালিকার পরিবার। জানা গেছে, সোমবার রাতেই ওই কুমারী নাবালিকা সদ্যজাত শিশুটির জন্ম দিয়েছে। ওই নাবালিকার এক নিকট আত্মীয় নাবালকের সঙ্গে সে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছে বলেও জানিয়েছে পরিবারের সদস্যদের। এমনি জানিয়েছেন ওই নাবালিকার পরিবার। ঘটনায় একপ্রকার গোটা এলাকায় ছি ছি রব উঠেছে।

এদিকে ঘটনার পরেই হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা খবর দিয়েছেন চাইল্ড লাইনের আধিকারিকদের। তারা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। তারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই দেখার। এদিকে সদ্যজাত শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। এ ধরণের সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনায় সভ্য সমাজ লজ্জিত।

বিশালগড় বাইপাসে ছিনতাইয়ের ঘটনায় অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর।। খবরের জেরে বিশালগড় বাইপাস এলাকার ছিনতাইকান্ডের ঘটনার মাস্টারমাইন্ড কংগ্রেস নেতাপুত্র পুলিশ রিমান্ডে।মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেস নেতাপুত্র শুভঙ্কর দাসকে(২৪) মধ্য লক্ষীবিল সরকারটিলা এলাকা থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস একটি মামলা গ্রহণ করেন। মামলা নম্বর ১১৭,নিম্ন ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয় ৩৪১/৩২৩/৩৮২(বি)/৫০৬/৩৪ আইপিসি।মঙ্গলবার সকালে আদালতে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে।আদালত তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়। পুলিশ পাঁচদিনের পুলিশ রিমাইন্ড চাইলেও আদালত তিনদিনের মঞ্জুর করে। কিন্তু পুলিশের ধারণা আরো ৫-৬ জনের নাম আসতে পারে বাইপাস ছিনতাই কান্ডে।প্রসঙ্গত, ছিনতাই কান্ডে অভিযুক্তরা গত শনিবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ একটি মুড়ির গাড়ি আটক করে, সেটাকে অপহরণ করে রাবার বাগানে নিয়ে গাড়ি চালককে বেধড়ক মারধর করে নগদ আড়াই লাখ টাকা ছিনতাই করে দুষ্কৃতকারীরা। অবশেষে চালকের চিৎকার শুনে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পুলিশ গিয়ে গাড়ি সহ চালককে উদ্ধার করে। কিন্তু ছিনতাই কান্ডে যুক্ত অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।এই ঘটনায় পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের একটি টি আর ০১ এ ৮১৯৩ নাম্বারের স্কুটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে স্কুটিটি স্থানিয় এক কংগ্রেস নেতার।বাংলায় একটি প্রবাদ আছে কান টানলে মাথা আসে। তবে বিশালগড় থানার পুলিশ কেন এই ঘটনায় শিখন্ডীর ভূমিকা পালন করছেন এটাই এখন সাধারণ জনগণের প্রশ্ন।বিশালগড় বাইপাস সড়কে ছিনতাই কান্ডে অভিযুক্তদের রহস্য উন্মোচন দেখতে চায় পুরো বিশালগড়বাসি।

প্রশিক্ষণের প্রাপ্য অর্থ না পেয়ে দপ্তরে তালা ঝুলালো শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৫ ডিসেম্বর।। প্রশিক্ষন দিয়ে নির্দিষ্ট ফি না পেয়ে দপ্তরে তালা ঝুলালেন প্রশিক্ষকেরা। যদিও শেষ পর্যন্ত মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম এসে আলোচনা করে তালা খুলে দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বর্ডার এলাকার গ্রামগুলিতে বীর শহিদ কান্তি বিরোকা বীর শহিদ উৎসব পালিত হয় গন্ডাছড়া মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বীর শহিদদের প্রতি শ্রাদ্ধা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষক রাখা হয় গন্ডাছড়া মহকুমার তত্ত্ব সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। এই প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে তাদেরকে নিযোগ করা হয়। প্রশিক্ষন শেষে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ মাস হয়েছে বিল দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অফিসে আসলে আইসিএ অফিসার ফকির উদ্দিনকে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ জানিয়েছেন প্রশিক্ষকেরা। মোবাইলে ফোন করা হলে কখনো বলেন যে এসডিএম অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে, কখনো বলেন যে কাল পেয়ে যাবেন। ঘটনায় রীতিমত বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে প্রশিক্ষকদের। আজ খুব্ধ হয়ে তারা অফিসে তালা ঝুলিয়েছেন। যদিও পরিবর্তীতে ডিসিএম এর হস্তক্ষেপে পরিস্তিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরতর আহত হয়েছেন একজন পুলিশ কনস্টেবল সহ তিন কলেজ পড়ুয়া।বিশালগড় বাইপাস সড়ক সংলগ্ন এলাকার সানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছিলেন।দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন,আজ সকালে বিশালগড় বাইপাস সড়ক সংলগ্ন এলাকা দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে।তাতে গুরুতর আহত হয়েছে চারজন।আহতদের মধ্যে এক জন পুলিশ কনস্টেবল ও বাকি তিনজন কলেজ পড়ুয়া ছিলেন।এলাকাবাসী বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান।বর্তমান চারজন হাসাপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন বলে জানান তিনি।

তিন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে বিজয় মিছিল ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর।। গত ৩ ডিসেম্বর রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্রিশগড়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি দল যেভাবে জয়লাভ করেছে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক বিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে এই বিশাল রেলি ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে সারা ধর্মনগর শহর পরিক্রমা করে পুনরায় বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের সামনে মিলিত হয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার সহ ধর্মনগর মন্ডলের নেতা নেতৃত্বরা ও যুব মোর্চার নেতা-নেত্রীবৃন্দ।

বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, যেভাবে তিন রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি দল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জয়লাভ করেছে তেমনি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মোদীজির নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মতো কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত বর্ষ উন্নয়নের শীর্ষে উন্নীত হবে। যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বর্ষ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে এর আর কোন বিকল্প নেই। ভারতের উন্নয়নে নরেন্দ্র ভাই মোদীই শেষ কথা। তাই সাধারণ মানুষ ভোট বাক্সে একের পর এক নির্বাচনে তার জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

ছয় নেশাকারবারী আটক, উদ্ধার সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৫ ডিসেম্বর।। নেশায় আসক্ত রাজ্যকে নেশামুক্ত করার আহ্বানে নেশামুক্ত স্লোগানের মাঝেই নেশা বিরোধী অভিযান চালায় কুমারঘাট থানার পুলিশ। কুমারঘাট মহকুমার পৃথক তিনটি স্থানে সকাল সাত ঘটিকা থেকে দুপুর ৩ ঘটিকা অব্দি কৌশলী অভিযান চালিয়ে ছয় জন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে আজ। কুমারঘাট থানাধিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার চিটাগাং বস্তি,সোনাইমুড়ি রতিয়াবাড়িতে এই তিনটি স্থানে অভিযান চালায় কুমারঘাট থানার পুলিশ । অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩২ গ্রাম হিরোইন সহ নগদ ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হন পুলিশ আধিকারিক। এছাড়াও দুটি বোলেরো গাড়ি, দুটি বাইক, একটি স্কুটি সহ চারটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন। গ্রেফতার হওয়া ছয়জন নেশা কারবারীর মধ্যে তিনজন ছিলেন মুখ্য ব্যবসায়ী বলরাম দে,জ্যোতিষ্ঠির দে বাড়ি চিটাগাং বস্তি এবং দেবরাজ রায় বাড়ি সোনাইমুড়ি। উদ্ধারকৃত মাদকের বাজারমূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার হবে। কুমারঘাট থানার ওসি শঙ্কর সাহা জানান আটক করা ছয় নেশা কারবাড়ির মাধ্যমে জানা যেতে পারে বড় বড় রাঘব বোয়ালদের নাম। তাদের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে শুরু করবে কুমারঘাট থানার পুলিশ। থানার ওসি ছাড়াও এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন কুমারঘাট থানার সাব-ইন্সপেক্টর কিংকর পাল ।

নেশাসামগ্রী পাচারের সময় আটক বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। অবৈধভাবে ত্রিপুরায় এসে নেশাসামগ্রী পাচারের সময় পুলিশের হাতে আটক এক বাংলাদেশী যুবক। তাঁর কাছে তল্লাশি চালিয়ে নয়শো ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস এবং পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে সোপর্দ করা হবে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানায় খবর আসে কুলুবাড়ি এলাকায় এক বাংলাদেশী যুবক নেশাকারবারী করতে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ওই অভিযানে আরিয়ান হোসেন নামে এক যুববকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে নয়শো ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্ত আরিয়ান হোসেন বাংলাদেশে নেশাকারবারীর সাথে যুক্ত। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে জানা যায় সে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় এসেছিল। তাঁর কাছে বৈধ কোনো নথিপত্র নেই। সে নেশা সামগ্রী পাচার করতে সোনামুড়ায় এসেছিল।

ধন্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রতি ঘরে সুশাসন- ২ ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ ডিসেম্বর।। আজ উদয়পুর মাতাবাড়ি আর ডি ব্লকের উদ্যোগে উদয়পুর মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগরের উত্তর পূর্ব পাড়ে ধন্যমানিক্য মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়' প্রতি ঘরে সুশান-২ ' ও 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'। এই বিকাশ মেলায় কৃষি, পশুপালন দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর,স্বাস্থ্য দফতর, স্বসহায়ক দল , শ্রম দপ্তর, কৃষি বিভাগ, ই শ্রম কার্ড রেজিস্ট্রেশন, বন দপ্তর থেকে প্রায় দুশো জনকে বিভিন্ন ফুল, ফল এবং ঔষধী বৃক্ষের চারা প্রদিন করা হয় , সি ডব্লিউ এস এন এবং প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয় । মাতাবাড়ি ব্লকের সহযোগিতায় মেলা প্রাঙ্গন খুব জমজমাট ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। এই বিকাশ মেলায় উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধান সভার বিধায়ক অভিষেক দেবরায়,মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও শুভ্রবত দে, সদস্যা,পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ার সুজন কুমার সেন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক - কর্মী বৃন্দ, মাতাবাড়ি ব্লকের সুবিধা প্রাপক সহ গ্রামবাসীরা।বিকাশ মেলায়যে সমস্ত সুবিধা গ্রাম বাসিদের প্রদান করা হয় তা হলো,ও আর আর সার্টিফিকেট ,জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন,ট্রেড লাইসেন্স ও নতুন আবেদন।প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পের আবেদন পত্র,স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে শৌচাগারের আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনার আবেদন পত্র, অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয় জল সংযোগের আবেদন পত্র, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা লোন এর আবেদন পত্র,আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় আবেদন পত্র,প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পে আবেদন পত্র,মহকুমা প্রশাসন উদয়পুরের পক্ষ থেকে পি আর টি সি সার্টিফিকেট প্রদান ও নতুন আবেদন,আধার পরিষেবা,ইনকাম সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র ,ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র,এসসি এসটি ওবিসি সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র, স্বাবলম্বন প্রকল্পে নতুন আবেদন,ডিস্টেন্স সার্টিফিকেট এর আবেদন পত্র,সারভাইবেল সার্টিফিকেট ও নতুন আবেদন পত্র,এছাড়াও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের সুবিধা প্রদান যেমন-পশু চিকিৎসালয় থেকে সম্মানিত ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ এর ব্যবস্থা ,ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে নতুন সংযোগ ও নতুন আবেদনপত্রে গ্রহণের ব্যবস্থা ,মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান,কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান ,মহিলা স্ব-শক্তি করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলকে সহযোগিতায় প্রদান , স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পরিষেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়।কৃষকদের মধ্যে ধান বীজ ,মাসরুম চারা বিলি করা হয়। ধন্যমানিক্য মুক্ত মঞ্চে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গত সাতাশ তারিখ এই মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে ছিলো ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব। আজ প্রথম স্থান অর্জন কারোর হাতে শংসাপত্র ও মেমেন্টো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধীকারির হাতে মঞ্চ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় ।উভয় মেলাতে সাধারন মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।